BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ।

MONORUMYO PAT,

OR

SELECTIONS FROM THE PERCY ANECDOTES;

TRANSLATED INTO BENGALI.

PART I.

মনোরম্য পাঠ,

অর্থাৎ

পর্সি এনেকডোট্‌স নামক ইংরেজি গ্রন্থের
সার সংগ্রহপূর্ব্বক বাঙ্গলা ভাষায়
অনুবাদিত।

প্রথম ভাগ।

SECOND EDITION.

ALIPORE:

PRINTED FOR THE VERNACULAR LITERATURE SOCIETY,
AT THE JAIL PRESS.

1857.

ভূমিকা।

বর্ণাকুল্যর্ লিটরেচর্ সোসাইটির আদেশানুসারে "পর্সি এনেকুডোট্‌স" নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজি গ্রন্থের সারসংগ্রহপূর্ব্বক অনুবাদিত হইয়া এই মনোরম্য পাঠের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহাত্মাদিগের জীবনচরিত, পুরাবৃত্ত, শিল্প, সাহিত্য, পশুপক্ষ্যাদি প্রাণিবিদ্যা দ্যোতক ঐশিকনিয়ম প্রভাবিত নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ মনোহর পাঠ সকল নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে শিক্ষার্থি বালকবৃন্দের সহজেই জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা; কেননা, তাহারা এই এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে অনায়াসে বিশ্ববিধানকর্ত্তা পরম বিধাতার এই সুকৌশলসম্পন্ন বিশাল সংসারের অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিবে।

অনেকে বিদ্যালয় মধ্যে অবাস্তবিক অদ্ভুত গল্প পাঠনাই মনোনীত করিয়া থাকেন; কিন্তু স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, যে করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বকাণ্ড সম্বন্ধীয় প্রকৃত বিষয়ের পাঠনাই তদপেক্ষা বিশেষ শুভ-

দায়িনী, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদিও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সমুদায় ঐশিককাণ্ড বর্ণিত হইবার সম্ভাবনা নাই বটে; তথাপি এতদ্দ্বারা বিদ্যার্থি বালকবর্গের জ্ঞানলাভের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার সাধন হইলেই, সমুদায় শ্রম সফল বোধ করিয়া কৃতার্থ হইব।

এই অনুবাদ বিষয়ে আমরা যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা আমরা বলিতে পারি না, তাহা গুণগ্রাহি পাঠকবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর করিলাম; কারণ আপনার দোষগুণ বিবেচনা করা আপনার সাধ্য নহে। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যে ইহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য চলিত ভাষায় অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে। কেবল বাঙ্গলা ভাষার অনুরোধে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ বাহুল্য ও সংক্ষেপ করা গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূলভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। আর ইহাতে তুচ্ছ শব্দচাতুরী ও অনুপ্রাসের অনুবর্ত্তী হইয়া বৃথা বাগাড়ম্বর করা যায় নাই।

কলিকাতা
অক্টোবর ১৮৫৫

নির্ঘণ্ট ।

মনোরম্য পাঠ।

পিতৃ ভক্তির পুরস্কার।

ফ্রান্স রাজ্যের এক জন সেনাপতি বহুকাল পর্য্যন্ত সুচারু রূপে স্বকর্ম্ম সাধন করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় কর্ম্মাক্ষম হইলে, স্বীয় প্রভুর নিকট মাসিক বৃত্তির প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রভু তদ্বিষয় স্বীকার না করাতে, তিনি স্ত্রী ও তিনটি সন্তানের সহিত বহুকষ্টে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহার এক পুত্রকে এল্‌ইকোল মিলিতের নামক বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিলেন। ঐ বালক তথায় নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করিতে পারিত, তথাপি কেহ তাহাকে সামান্য রুটি ও জল ব্যতীত কোন উপাদেয় ভক্ষ্য দ্রব্য আহার করাইতে পারিত না। এই বার্ত্তা তথাকার ডুক ডি চসিসল্‌ সাহেবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ঐ বালককে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে এস্থানে তুমি নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী থাকিতেও কি নিমিত্ত এরূপ কষ্টে কাল যাপন করিতেছ? বালক ইহা শুনিয়া সজললোচনে সকরুণবচনে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আমি যখন এই বিদ্যা-

গাঁরে পাঠার্থ পিতার সহিত পদব্রজে উপনীত হইলাম, তাঁহার পূর্ব্বে আমাদিগের গৃহে যৎসামান্য রুটি ও জলদ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছি। তদনন্তর, আমি এই পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইলে পর, পিতা আমাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক গৃহে গমনানন্তর অশেষ ক্লেশ ও পরিশ্রম দ্বারা সামান্য দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া, নিরাশ্রয় পরিবারগণকে বহুকষ্টে প্রতিপালন করিতেছেন। হে মহাশয়! আমার জনক জননী ও ভগিনীরা এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া বহু ক্লেশে যৎসামান্য পান ভোজনে দিনপাত করিতেছেন; যখন এই সকল কথা আমার স্মরণ হয়, তখন কি উত্তমোত্তম সামগ্রী ভোজনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে? ডুক বালকমুখে এতাদৃশ কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে তিনটি লুইডর (মুদ্রা বিশেষ) পারিতোষিক প্রদান করিলেন, ও তাহার পিতাকে বৃত্তি প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর, বালক ঐ কএকটি লুইডর ও তাহার পিতার বৃত্তির সনন্দপত্র একত্র করিয়া তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিতে প্রার্থনা করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রেরিত হইল। কিয়ৎ কাল পরে ঐ বালক ডুকের সহায়তায় ফ্রান্স রাজ্যের সেনাপতিদিগের মধ্যে এক জন সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াছিল।

এক দরিদ্রের দান।

বায়ানা নগরের অনতিদূরস্থ এক দরিদ্র বৃদ্ধ সেনাপতি দশটি সন্তান প্রতিপালন করিতেন। একদা তাঁহার জীবনো-

পায়ের নিমিত্ত কোন ব্যক্তি জর্ম্মণি দেশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় জোজেফের সমীপে আবেদন পত্র অর্পণ করিয়াছিলেন। উক্ত রাজাধিরাজ তাহা পাঠ করিয়া বৃদ্ধ সেনাপতিদিগকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা সকলেই তদীয় সচ্চরিত্রের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গুণশালী সম্রাট্ তৎকালে তাঁহার পত্রের কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া, একদা একাকী সেই দরিদ্র সেনাপতির ভবনে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তিনি একাদশ সন্তান লইয়া স্বযত্নোৎপন্ন শাকান্ন আহার করিতেছেন। ইহাতে রাজচক্রবর্ত্তী কহিলেন, সেনাপতে! আমি তোমার দশটি সন্তানের কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এইক্ষণে একাদশটি দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? তিনি একাদশ সংখ্যাপূরক সন্তানকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন মহারাজ! এই বালকটি অনাথ, ইহাকে আমি নিজ ভবনদ্বারে প্রাপ্ত হইয়াছি। পরে কোন২ ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট ইহার প্রতিপালনার্থ বহুতর চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা নিষ্ফল হওয়াতে স্বয়ং যথাসাধ্য অন্নবস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেছি। সম্রাট্ দরিদ্র সেনাপতির এই মহাকরুণাপূর্ণ ভাবদর্শনে আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, আমার মানস, তোমার সন্তান সকল আমার বৃত্তিভোগি হয়, এবং তুমি ইহাদিগকে নীতি ও ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতে থাক।

তদনন্তর, ঐ রাজ্যেশ্বর তৎসন্তানদিগের প্রত্যেককে সাম্বৎসরিক বৃত্তিস্বরূপ ১০০ শত ফ্লোরিন (মুদ্রা বিশেষ) এবং

সেনাপতিকে ২০০ ফ্লোরিন দানে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, কল্য আমার কোষাধ্যক্ষের নিকট গমন করিলে, তিন মাসের বৃত্তি পাইবে; এবং তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লেপ্টেনণ্টের পদে নিযুক্ত করিলাম, তাহার নিয়োগপত্রও পাইবে। আরো কহিলেন, তুমি যত্নপূর্ব্বক সন্তানদিগকে উপদেশ প্রদান কর, আমি অদ্যাবধি ইহাদিগকে আত্ম-সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিব।

বৃদ্ধ সেনাপতি রাজাধিরাজের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সপরিবারে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া, অশ্রুজলে তৎপদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতার লক্ষণ দেখাইতে লাগিল। ইহাতে সম্রাট্ও করুণারসার্দ্রচিত্ত হইয়া নয়ননীরে অভিষিক্ত হইলেন। অবশেষে তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়া তথাহইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং আপনার সৈন্য সকলের সহিত মিলিত হইয়া কৌণ্ট ক্লেলারিড নামক ব্যক্তির নিকটে কহিলেন, আমি অদ্য জগদীশ্বরের প্রসাদে এক অনাথ সদাত্মার দুঃখ বিমোচন করিয়াছি; একারণ করুণাময় জগৎ-পিতাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি।

রোড্স উপদ্বীপের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি।

রোড্স উপদ্বীপের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রাচীন শিল্পকারদিগের অদ্ভুত কীর্ত্তির মধ্যে গণ্য করা যায়। বোধ হয়, ইহাব দ্বারা

তথাকার দুই প্রকার উপকার দর্শিত। প্রথমতঃ অর্ণবপোতের রক্ষার্থ দীপাধার স্বরূপ, দ্বিতীয়তঃ শীঘ্র সম্বাদ প্রেরণ ও প্রাপণ বিষয়ে টেলিগ্রাফ স্বরূপ হইয়াছিল। ঐ মূর্ত্তি পিত্তল অথবা বিগ্রহ নির্ম্মাণোপযুক্ত ধাতুনির্ম্মিত। উহা ঐ দ্বীপের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এপলোর (সূর্য্যদেবের) উদ্দেশে নির্ম্মিত হয়। এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তির পদদ্বয় তথাকার বন্দরের সম্মুখস্থ দুই পর্ব্বতের উপরিভাগে স্থিত ছিল। ঐ পর্ব্বত দ্বয়ের মধ্যে ৫০ ফুট অন্তর ছিল। উহার উচ্চতা প্লিনি নামক পণ্ডিতের মতানুসারে ১০৫ ফুট। উহার নিম্ন প্রদেশ দিয়া বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত অনায়াসে গতায়াত করিত। কথিত আছে, ডিমিট্রিয়স্ পলিওকুটিস্ যে সকল যুদ্ধসংক্রান্ত অস্ত্রাদিদ্বারা উক্ত দেশ এক বৎসর পর্য্যন্ত অনর্থক আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল অস্ত্রাদি রোড্স নিবাসিদিগের দ্বারা বিক্রীত হইয়া যে অর্থ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা ঐ মূর্ত্তির নির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

ঐ পণ্ডিত আরো কহেন, যে লিসিপসের ছাত্র লিনডস্ নগরীয় কেরিস নামক শিল্পকর ঐ প্রকাণ্ড মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। পরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, ঐ নগরবাসী লেটিস নামক এক ব্যক্তি তাহা সম্পন্ন করেন। অনন্তর, তাহা নির্ম্মাণের ৬০ বৎসর পরে ভয়ানক ভূমিকম্প দ্বারা তাহা পতিত হয়। সেই মূর্ত্তির অবয়ব যে কি পর্য্যন্ত বৃহৎ, তাহা কি বর্ণনা করিব; তাহার অঙ্গুলী সকলই এক এক বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যশরীরের ন্যায় স্থূল ছিল; ও তাহার বৃদ্ধা-

স্থ এরূপ বড়, যে কএক জন মনুষ্য বাহু বিস্তার না করিয়া পরিবেষ্টন করিতে পারিত না।

যে সকল ইতিহাসবেত্তা রোড্‌স উপদ্বীপের এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তির বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের লিপিহইতে এই মূর্ত্তি কোন্‌ সময়ে কিরূপে নির্ম্মিত ও উত্তোলিত হয়, এবং ইহার পরিমাণই বা কত ছিল, তাহার কোন বিবরণই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যে ঐ মূর্ত্তির এক এক খণ্ড ভিন্নভিন্নরূপে নির্ম্মিত হইয়া কোন কৌশলে অবশেষে সংমিলিত হইয়া থাকিবে।

যে সকল অর্ণবপোত রাত্রিকালে তথায় গতায়াত করিত, তৎসমুদায়ের পক্ষে ঐ মূর্ত্তি দীপাধার স্বরূপ ছিল। উক্ত বৃহদাকার মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে এক পিত্তলনির্ম্মিত আধারে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া আলোক বিস্তার করিত।

ভক্তি এবং কর্ত্তব্যতার বিবাদ।

ইস্‌মির্ণা নগরস্থ কোন মুদির একটি পুত্র ছিল। সে কিঞ্চিৎ স্বদেশীয় সামান্য বিদ্যোপার্জ্জন পূর্ব্বক কাজীর নাএবী পদ প্রাপ্ত হইল। এই কারণ তাহাকে সর্ব্বদা হট্টে ও বাজার প্রভৃতি স্থানে বিক্রেতাদিগের বাটখারার পরিমাণের পরীক্ষা লইতে হইত। এক দিবস সে পরিমাণসমস্তের পরীক্ষা লইতে গেলে, তথাকার অন্যান্য ব্যবসায়িগণ ঝটিতি আপনারা সতর্ক

হইয়া তাহার পিতা মুদিকে কহিল, ওহে! তোমার পুত্র আসিতেছে, অতএব, ত্বরায় অসম্পূর্ণ পরিমাণ সমস্ত লুকাইয়া রাখ। ঐ বৃদ্ধ বঞ্চক তাহাদিগের বাক্যে উপহাস করিয়া কহিল, ওহে! তোমরা সাবধান হও, নাএব আমার পুত্র, তন্নিমিত্তে ভয় কি? পরে নাএব তাহার বিপণির নিকটে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ বিনীতভাবে কহিলেন, মহাশয়! তুলার পরিমাণ সকল আনয়ন করুন, আমি পরীক্ষা করিব। তাহাতে ঐ প্রাচীন তাহার বাক্যে উপহাস করিল। ইহাতে ঐ নাএব তৎক্ষণাৎ তাহার অধীন কর্ম্মচারিদিগকে দৃঢ়তর আদেশ করিলেন, যে এই মুহূর্ত্তেই বাটখারা সমস্ত দোকান হইতে বাহির করিয়া আন। পরে তাহা আনীত হইয়া পরীক্ষা করিবা মাত্র তাহার প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইল। তদনন্তর, নিরপেক্ষ বিচারদ্বারা পরিমাণ সকলের অসম্পূর্ণতা সপ্রমাণ হইলে, নাএব তাহাকে দোষি করিয়া সে সমস্ত ভগ্ন করিতে আদেশ করিলেন; এবং তাহার পঞ্চাশৎ পিএষ্টর (মুদ্রা বিশেষ) দণ্ড করিয়া ৫০ বেত্রাঘাত করিতে অনুজ্ঞা দিলেন। অনন্তর, তাঁহার সম্মুখে তাহা সম্পন্ন হইলে, ঐ নাএব অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পিতার পদতলে পতিত হইয়া নয়ননীরে সেই চরণদ্বয় অভিষিক্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! আমি আপনার দণ্ড করাতে সর্ব্বসাক্ষি পরমেশ্বরের এবং রাজার ও দেশের নিয়ম রক্ষা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছি। বিশেষতঃ পক্ষপাতপরিশূন্য হইয়া বিচার করাই পরমেশ্বরের প্রধান নিয়ম। অতএব, এক্ষণে ভক্তি-

যোগ সহকারে মিনতিপূর্ব্বক কহিতেছি, মহাশয় ! আমাকে ক্ষমা করুন। আত্মসম্পর্ক অপেক্ষা পরমেশ্বরের নিয়ম ও প্রতিবাসিগণের স্বত্বাধিকার রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। অতএব, মহাশয় ব্যবস্থা লঙ্ঘন দোষে দোষী হইয়া দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলতঃ আপনি আমার দ্বারা যে দণ্ডার্হ হইয়াছেন, তাহাতে আমাকে দোষি করিবেন না। কেননা আমি বিচার বিষয়ে অন্ধপ্রায় হইয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। মহাশয় ! ভবিষ্যতে আর এরূপ কদর্য্য ব্যবহার করিবেন না। অনন্তর, এইরূপ সুবিচার দর্শনে দেশস্থ ব্যক্তি সকলে নাএবের প্রতি অত্যন্ত সদয় হইয়া সে বিষয় রাজার কর্ণগোচর করিলে, তিনি ক্রমে তাঁহার পদ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। প্রথমে কাজী তৎপরে মুফ্তির পদে অভিষিক্ত করিলেন।

সেবাইনস ও তাহার কুক্কুর।

সেবাইনস নামক রোম দেশীয় সৈন্যাধ্যক্ষ জর্ম্মাণিকস্ নামক এক ব্যক্তির পরিবারের প্রতি প্রেম প্রকাশ করাতে, তাহার প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা হইল। এবং ভবিষ্যতে যদি দেশস্থ লোকেরা আর এমত কদাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাদিগকে সাবধান করণার্থ তাহার মৃতদেহ জর্ম্মইনি নামক পর্ব্বতের অত্যুচ্চ স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল। ঐ মৃত শরীরের নিকটে যাইতে তাহার কোন বন্ধু বান্ধবের সাহস হয় নাই; কেবল

তাহার একটি কৃতজ্ঞ প্রভুভক্ত কুক্কুর মাত্র গিয়াছিল। সে তিন দিন পর্য্যন্ত অহর্নিশ অনাহারে থাকিয়া শবের প্রহরী স্বরূপ হইয়া রহিল; এবং মুহুর্মুহুঃ প্রভুর বিয়োগজনিত সকরুণ আর্ত্তনাদদ্বারা সকলের অন্তঃকরণে করুণা রসের উদয় হইতে লাগিল। তাহাতে কেহ২ ঐ কৃতজ্ঞ কুক্কুরের আহারের নিমিত্তে কিঞ্চিৎ খাদ্য আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি না করিয়া ঝাটিতি তাহা প্রভুর মুখে রাখিয়া পুনর্ব্বার আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। এই রূপে কিয়দ্দিন গত হইল, তথাপি সে প্রভুর শব পরিত্যাগ করিল না। পরে ঐ মৃতদেহ টাইবর নদীতে নিক্ষিপ্ত হইলে, ঐ প্রভুভক্ত কুক্কুর তাহা নষ্ট হইবার আশ-ঙ্কায় জলে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আপন পদদ্বয়ে তাহা ধরিয়া রাখিল। কিন্তু কোনমতেই তাহা জলমগ্ন হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।

পরোপকারার্থে আত্মসমর্পণ।

পৃথিবীর সৃষ্টি কালাবধি যুদ্ধাদি বিষয়ে যত বীরত্ব প্রকাশ হইয়াছে, তাহার বিবরণ অপেক্ষা করুণার কার্য্যে সাহস প্রকাশ করণের দৃষ্টান্ত আমি অধিক মোনহর জ্ঞান করিয়া থাকি; এবং অনুমান করি তুমিও তদ্রূপ বোধ কর। গত মঙ্গলবারে সেন্ট ক্লুদ পল্লীতে এই রূপ এক বিষয়ের সংঘটন হইয়াছিল। তথায় ২২ বৎসর বয়স্ক ফ্রান্‌সিস পটেল নামক এক যুবক

আপন পিতা ও ভ্রাতাদিগের সহিত প্রান্তর মধ্যে কোন কর্ম্ম করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক শকট ছয় জন ব্যক্তিসহ দৈবাধীন উল্‌টিয়া জলে পড়িয়া মগ্ন হইল; তাহাতে তদারোহি ব্যক্তিরা চীৎকার করিতে লাগিল। তিনি তচ্ছ্রবণে করুণার্দ্র চিত্তে স্বয়ং জলমধ্যে লক্ষ প্রদানপূর্ব্বক সন্তরণ করিয়া এক জনকে নিরাপদে নীরহইতে তীরে আনিলেন। পরে অপর কএক জনকে মুক্ত করণাভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার জলে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তথায় তিনি অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাহা সফল করিতে পারিলেন না। যেহেতুক এক স্ত্রীলোক তাঁহার কেশাকর্ষণ করিল, ও এক জন বালক বাহু ধরিল, তাহাতে তাঁহারা তিন জনই জড়াজড়ি করিয়া জলমগ্ন হইলেন। কিন্তু পরে তিনি বহু ক্লেশে উদ্ধার পাইয়া তটে উত্তীর্ণ হইলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে দেখিলেন, ঐ দুই জন জলে ভাসিতেছে; তাহাতে তিনি পুনর্ব্বার জল প্রবেশ করিয়া প্রায় দুই দণ্ড পর্য্যন্ত অশেষ ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিয়া স্বয়ং জলে প্রবেশপূর্ব্বক এক বালক ও এক বালিকাকে উদ্ধার করিলেন। ঐ ছয় জনের মধ্যে কেবল এক বালিকাকে পান নাই; বোধ হয় ঐ বালিকা অশ্ব বা শকটের নীচে পড়িয়া গভীর জলে মগ্ন হইয়া থাকিবে। এই বিষয় বাহুল্য বর্ণন করার আবশ্যক নাই, যেহেতুক ইহাতেই ইহাঁর সদয়স্বভাব অনায়াসেই সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবেক।

স্বীয় হস্তিদ্বারা পোরস রাজার প্রাণরক্ষা।

পোরস নামক ভূপতি সেকন্দরশাহার সহিত সম্মুখ সংগ্রামে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় হস্তিহইতে ভূমিতলে পতিত হয়েন। তাহাতে মাসিডন দেশীয় সৈন্যেরা তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া, তাঁহার বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার সকল গ্রহণার্থ অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তথায় অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ঐ বিশ্বাসী হস্তী স্বীয় প্রভুকে আপন পদ চতুষ্টয়ের মধ্যে রাখিয়া সাহসপূর্ব্বক শত্রুদিগকে নিকটে আসিতে দিল না। এবং যখন ঐ শত্রুরা দূরে দাঁড়াইল, তখন ঐ হস্তী তাহার পতিত প্রভুকে পদতলহইতে শুণ্ডদ্বারা উত্তোলন করিয়া পৃষ্ঠোপরি উপবেশন করাইল। তৎকালে তাঁহার সৈন্যসামন্ত সকল আগমনপূর্ব্বক নৃপতিকে সেবা শুশ্রূষা করাতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল। কিন্তু ঐ হস্তী প্রভুর রক্ষা জন্য যে সকল আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

উলিয়ম শা ও তাহার কন্যা।

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে উলিয়ম শা নামক এক সূত্রধর কাথেরাইন নাম্নী স্বীয় দুহিতার সহিত এডিন্‌বরো নগরে বসতি করিত। ঐ কন্যা পিতার অসম্মতিতে জন্ লসন নামক এক জন রত্নপরীক্ষকের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণে অত্যন্ত

ইচ্ছুক হইল। কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে বিবাহ করিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়া কহিল, বৎসে! তুমি আমার প্রতিবাসি এবং পরম বন্ধু আলেক্‌জাণ্ডর রবর্টসনের পুত্রকে বিবাহ কর। তাহাতে কাথেরাইন সম্মত না হওয়াতে তাহার পিতা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইল, এবং কাথেরাইনও পিতার প্রতি বৈরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহাতে শা কিয়ৎকাল বিলম্বে কন্যাকে গৃহমধ্যে বদ্ধ করিয়া দ্বার অবরোধপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিল। কিন্তু তাহার বাটীর পার্শ্বে এক যবনিকা ব্যবধানে মরিসন নামক এক শিল্পকর বাস করিত; সে দিবস কাথেরাইন ও তাহার পিতার সহিত যে দ্বন্দ্ব হয়, সে তাহা সমুদায় শুনিতে পাইয়াছিল।

কিয়ৎকাল বিলম্বে শার গৃহহইতে এক শব্দ হইলে, মরিসন স্বীয় পল্লীস্থ কতিপয় লোককে আহ্বান করিয়া, মনোনিবেশপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল, যে কাথেরাইন এই রূপে আর্ত্তনাদ করিতেছে; হে পিতঃ! তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ হইয়াছ। ইহাতে মরিসন অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক জন নগরপাল সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিল, এবং বলদ্বারা দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যে কাথেরাইন শোণিতে অভিষিক্তা হইয়া পতিতা আছে; এবং তাহার পার্শ্বে এক খুরন শোণিতলিপ্ত ছুরিকা পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু তৎকালেও কাথেরাইনের প্রাণ বিয়োগ না হওয়াতে তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে কি তোমার পিতাই বধ করিয়াছেন? তাহাতে

কাথেরাইনের কথা কহিবার সামর্থ্য না থাকাতে সে মস্তক নত করিয়া ইঙ্গিতে জ্ঞাত করাইল, যে আমার পিতাই আমার মৃত্যুর কারণ বটেন। ইহার পরক্ষণেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

ইতিমধ্যে শা স্থানান্তরহইতে গৃহে আগমন করিয়া দেখিল, যে এক জন নগরপাল ও অন্যান্য অনেক লোকে তাহার গৃহ পরিপূরিত রহিয়াছে; এবং সকলেই তাহার প্রতি এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া শা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও কম্পিতকলেবর হইল, এবং আপন কন্যাকে মৃত দেখিয়া আরো ভীত হইল।

শাকে এই রূপ বিস্ময়াবিষ্ট ও কম্পিতকলেবর দেখিয়া তাহার প্রতি দর্শকদিগের সন্দেহের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ নগরপাল তাহার বস্ত্র রুধিরাভিষিক্ত দেখিয়া তাহাকে নিশ্চয় অপরাধি জ্ঞান করিয়া প্রধান শান্তিরক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত করিল। শান্তিরক্ষক তাহাকে বিচারপতির সমীপে প্রেরণ করিলেন। তথায় শা আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ কহিল, কিয়দ্দিন পূর্ব্বে আমার পীড়ার শান্তির জন্যে শিরাচ্ছেদ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিয়াছি; তজ্জন্য আমার বস্ত্রে রুধির লাগিয়া রহিয়াছে। বিচারপতি শার এই সকল কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ দোষী জ্ঞানে ফাঁসি দিতে অনুমতি করিলেন। তাহাতে শা মৃত্যু-কালে কহিল, হে বিচারপতি ধর্ম্মাবতার! আমি সর্ব্বনিয়ন্তা সৃষ্টিকর্ত্তার সত্ত্বাকে সাক্ষি করিয়া শপথপূর্ব্বক কহিতেছি, যে

আমার কন্যার মৃত্যুর বিষয় কিছুই জানি না। ইহাতেও এভিঙ্গবরা নগরের কেহই তাহাকে নির্দ্দোষি জ্ঞান করে নাই।

কিয়দ্দিনানন্তর অন্য এক ব্যক্তি শার গৃহাধিকারী হইলে, তিনি এক দিন ঐ গৃহের এক স্থানে এক খানা মোড়ক করা পত্র পাইয়া খুলিয়া দেখিলেন তাহাতে এই রূপ লিখিত আছে, যথা :—

হা নিদারুণ পিতঃ! তুমি আমাকে আমার প্রিয়তমের পাণি-গ্রহণ করণে নিষেধ করিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে বিবাহ করণে অনুরোধ করাতেই আমি প্রাণত্যাগ করিলাম; অতএব তুমিই আমার মৃত্যুর হেতু হইয়াছ। এই রূপ নানাবিধ খেদোক্তি লিখিত হইয়া ঐ পত্রের নিম্নভাগে কাথেরাইনের নাম স্বাক্ষরিত ছিল।

এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্যক্তি তাহার বন্ধু বান্ধবদিগকে দেখাইল; এবং তথাকার বিচারপতি নিগূঢ়ানুসন্ধানদ্বারা শাকে নির্দ্দোষী জ্ঞান করিয়া তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠহইতে অবতরণ-পূর্ব্বক, তাহার পরিবারগণকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি করিতে অনুমতি দিলেন; এবং তাহাকে যে অন্যায় রূপে বধ করা হইয়াছে, ইহা সাধারণকে জ্ঞাত করণার্থে তাহার সমাধি স্থানে দুই পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াদিলেন।

ভল্লূক এবং বালক।

লোরেন প্রদেশের অগ্রণী লিওপোল্‌ড়ের মার্কো নামক একটি ভল্লূক ছিল। ইহার চতুরতা এবং দয়ালুতা বিষয়ে নিম্ন লিখিত অপূর্ব্ব প্রস্তাব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দের শীত ঋতুতে একদা কোন স্ত্রীলোক সাবয় দেশীয় একটি নিরাশ্রয় বালককে দয়া করিয়া আপন গোলা বাটীতে তাহাকে বাস করিতে দিলেন; কিন্তু সে তথায় শীত-দ্বারা প্রায় মৃতকল্প হইল। অনন্তর সেই শিশু কিছু মাত্র শঙ্কা না করিয়া উক্ত ভল্লূকের কুটীরে প্রবেশ করিল। মার্কো তাহার হিংসা না করিয়া দুই থাবাদ্বারা তাহাকে নিজ বক্ষঃস্থলে লইয়া তাহার শীত নিবারণ করিতে লাগিল। পর দিন প্রাতঃকালে তাহাকে নগরে ভ্রমণ করিতে দিল। ঐ শিশু পুনরায় সন্ধ্যাকালে উক্ত কুটীরে প্রত্যাগমন করিলে, তদ্রূপ স্নেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে সে অনেক দিবস পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ভল্লূক নিত্যই উহার খাদ্য দ্রব্যের কিয়দংশ নিয়মিত রূপে ঐ বালকের নিমিত্তে রাখিত, সে তাহা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক ভোজন করিত। এই ব্যাপার পরিচারকদিগের গোচর না হইয়া কিয়ৎকাল গত হইল। পরে এক দিবস রাত্রিকালে এক জন ভৃত্য অন্য দিবসের ন্যায় যথাকালে ভল্লূকের খাদ্য-দ্রব্য আনয়ন না করাতে, সে উহার প্রতি সক্রোধলোচনে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; এবং বক্ষস্থ বালকের নিদ্রাভঙ্গ

হইবার আশঙ্কায় তাহাকে নিঃশব্দে আগমন করিতে ইঙ্গিত করিল। ভল্লূকের রীতি স্বভাবতঃ অত্যন্ত লোভী; তথাপি সে সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য পাইয়াও স্পর্শ করিল না। এই আশ্চর্য্য ঘটনার সংবাদ শীঘ্রই প্রচারিত হইয়া লিওপোল্‌ডের কর্ণ গোচর হইল। তিনি মার্কো ভল্লূকের দয়াশীলতার সম্বাদ সত্য কি না, ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। এজন্য তাঁহার কতিপয় সভাসৎ ঐ ভল্লূকের কুটীরের নিকটে রাত্রিবাস করিয়া দেখিলেন, যে যদবধি বালকের নিদ্রাকর্ষণ না হইল, তদবধি ভল্লূক তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঐ বালক এইরূপে মার্কোর কুটীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে অপরাধ হইয়াছে ভাবিয়া উক্ত সভাসৎদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহাতে ঐ ভল্লূক তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া পূর্ব্ব রাত্রির খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করাইতে অত্যন্ত যত্নবান্ হইল সে ঐ দর্শকদিগের আদেশানুসারে তাহা ভোজন করিলে, তাহারা তাহাকে অগ্রণির নিকট লইয়া গেল। এই রূপ আশ্চর্য্য ঘটনার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া লিওপেল্‌ড ঐ শিশুকে সাবধানপূর্ব্বক প্রতিপালনের নিমিত্তে আদেশ করিলেন। কিন্তু কি ক্ষোভের বিষয়! ঐ দুর্ভাগ্য বালক ইহার কিছুকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যদি তাহার মৃত্যু না হইত, তবে সে উত্তরোত্তর সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কালহরণ করিতে পারিত।

শয্যাশায়ী শিল্পকর।

স্কটলণ্ড দেশের এলিথ নামক স্থানে জেমস্ সেণ্ডি নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। বাল্যকালাবধি তাঁহার অঙ্গ-সমস্ত পরিচালনে নিতান্তই ক্ষমতা বিহীন এবং তদবস্থাতেই অনেক কাল জীবিত থাকাতে তিনি "শয্যাশায়ী" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যদিও তিনি চিরকাল শয্যাশায়ী ছিলেন, তথাপি নিজ বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত উত্তম রূপে কালক্ষেপ করিতে এবং জনসমাজের উপকারী পদবীস্থ হইতে নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি অচিরাৎ শিল্পকার্য্যে অতিশয় অনুরাগী হইয়া স্বীয় অভিষ্ট সাধনোদ্দেশে এক গোলাকৃতি শয্যা প্রস্তুত করিলেন, তাহা তাঁহার শিল্প কার্য্যালয় স্বরূপ হইল। আর তাহাহইতে কুন্দ ও পাকসাঁড়াসী এবং অন্যান্য যন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত মঞ্চের ন্যায় সেই শয্যার চতুষ্পার্শ্ব ১৮ ফুট উচ্চ করিলেন।

তিনি সর্ব্বপ্রকার শিল্পকর্ম্ম স্বহস্তে সম্পাদন করণে দক্ষ ছিলেন; এবং যন্ত্রকর্ম্মে তাঁহার বিশেষ নিপুণতা থাকাতে, তিনি এমন আশ্চর্য্য কুন্দ, ঘটিকা ও সংগীত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, যে তাহার সুদৃশ্যতা ও উৎকৃষ্টতা দেখিয়া সকল ব্যক্তিই তাঁহাকে প্রশংসা করিত। বিশেষতঃ তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া অনেক ব্যক্তির উপরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডন নগরের অতি বিখ্যাত শিল্পকারি ব্যক্তিদিগের ন্যায় দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণকরি-

য়াছিলেন; এবং নল পরিষ্কার করিবার সুন্দররূপ যন্ত্র নির্ম্মাণার্থ নিতান্ত ইচ্ছুক ছিলেন। কাষ্ঠনির্ম্মিত নস্যদানী যাহাকে "লরেনসিকার্ক" কহা যায় তাহার সৃষ্টি এই স্বয়ং সিদ্ধ শিল্পজ্ঞ মহাশয়ই করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি তাঁহার কৃত কএকটা নূতন নস্যদানী রাজবাটীতে উপঢৌকন দিয়াছিল। তিনি কেবল এই সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এমন নহে, চিত্র ও ভাস্করীয় কর্ম্মে তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল। এইরূপে তাঁহার দক্ষতার প্রমাণ অনেকানেক উৎকৃষ্ট আদর্শদ্বারা দৃষ্ট হইয়াছিল।

৫০। ৬০ বৎসরের মধ্যে তিন বার তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, জলপ্লাবন অথবা অগ্নিদ্বারা বাটী বিনষ্ট হইবার উপক্রম হওয়াতেই তাহা ঘটিয়া থাকিবেক। তিনি অদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত অবলোকনে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন; এ প্রযুক্ত বহু প্রকার পক্ষির ডিম্ব আনয়নপূর্ব্বক আপনার শারীরিক উষ্ণতা দ্বারা তাহা ফুটাইতেন; এবং মটলি নামক সুদৃশ্য পক্ষির শাবকদিগের জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। এই রূপ করাতে তিনি নানা প্রকার মনোহর গায়ক পক্ষির জন্মদাতা স্বরূপ ছিলেন। ঐ পক্ষিরা তাঁহাকে দর্শন করিলেই তাঁহার মস্তকোপরি উপবেশনপূর্ব্বক মধুরস্বরে গান করিত। তিনি মানসিক সুখসাধনার্থে ঐ পল্লীস্থ আপনার এক আলয়ে এক সমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন; তথায় অবাধে ধর্ম্ম ও রাজ্যসম্বন্ধীয় প্রসঙ্গের তর্ক বিতর্ক হইত। বহু দিবস আবদ্ধ থাকাতে তাঁহার

বদন রোগির ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু যখন তিনি স্বদেশস্থ বন্ধু বান্ধব পরিবেষ্টিত থাকিতেন, তখন তাঁহার মানসিক স্ফূর্ত্তির জন্য তাঁহাকে তদ্রূপ দেখাইত না। এই অসাধারণ গুণজ্ঞ ব্যক্তি বুদ্ধি ও পরিশ্রমদ্বারা নিরপেক্ষরূপে যশোলাভ করিয়াছিলেন; এবং বিপুলার্থ সঞ্চয় করিয়া কালক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করেন। যাহা হউক, সংক্ষেপে কহিতেছি, জেম্সের চরিত্র পাঠে এই রূপ বোধ হইতেছে, যে পরিশ্রম ও তিতিক্ষাদ্বারা অতি দুঃসাধ্য কর্ম্মও সুসাধ্য হয়; এবং বুদ্ধি থাকিলে যদিও কখন কখন যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হওয়া না যাউক তথাপি বিশুদ্ধরূপে বুদ্ধি চালনা করিলে অবশ্যই ধন, মান উপার্জ্জন হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ কি?

এরিওপেগস্ নামক বিচারালয়ের বিচার।

আথেন্স নগরের এরিওপেগস্ নামক প্রসিদ্ধ বিচারালয়ের বিচারপতি সকল বহুকালাবধি সূক্ষ্ম বিচার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ইহাতে পণ্ডিতবর ফোসিয়স স্বপ্রণীত গ্রন্থে উক্ত বিচারপতিদিগের সুবিচারের যে এক প্রস্তাব আহ্লাদ পূর্ব্বক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে তাঁহারা বিচারশক্তিকে দয়াবৃত্তির আয়ত্তে রাখিয়া বিচার করিতেন। তাঁহাদিগের বিচার কার্য্য পর্ব্বতের উপরিভাগে সম্পাদন হইত, তথায় আকাশ মাত্রই আচ্ছাদন স্বরূপ ছিল। একদা তাঁহারা সকলে বিচারার্থে কোন

ভূধরোপরি একত্র উপবিষ্ট হইলে, এক শ্যেন পক্ষী একটি চটককে ধরিতে ধাবমান হইল। চটক আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য উড্ডীয়মান হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তির বক্ষঃস্থলে বসিল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি স্বীয় নিষ্ঠুর স্বভাব প্রযুক্ত প্রাণভয়ে কম্পিত ও শরণাগত সেই পক্ষিকে তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক এমন বেগে নিক্ষেপ করিলেন, যে সে ভূতলে পতিত হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করিল। ইহাতে উক্ত বিচারপতিগণ তাঁহার এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া এই বলিয়া তাঁহাকে দোষী করিলেন, যে ব্যক্তির শরীরে দয়া নাই, তাহার দ্বারা কিরূপে সুবিচার সম্পন্ন হইতে পারে; এবং অতি সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তি এই রূপ কর্ম্ম করাতে তৎপদের কলঙ্ক করা হইল; ইহা কহিয়া সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন।

দয়ালু অশ্বতরীচালকের পুরস্কার।

একদা মেসিদোনিয়া দেশস্থ কোন সেনা সেকন্দর শাহ ভূপতির ব্যবহারার্থে এক ভার কাঞ্চন একটা অশ্বতরীর পৃষ্ঠে দিয়া ঐ রাজসন্নিধানে লইয়া যাইতেছিল। সে পথি মধ্যে ঐ খচ্চরীকে অতিশয় ভারাক্রান্ত ও চলিতে অসমর্থ দেখিয়া স্বর্ণভার স্বয়ং স্কন্ধোপরি ধারণপূর্ব্বক অতি ক্লেশে অনেক দূরে লইয়া গেল। পরে ভারাবসর হওনার্থে স্বর্ণভার ভূতলে রাখিতে উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে সেকন্দর ভূপতি তাহা

নিরীক্ষণ করিয়া সকরুণ বচনে কহিলেন, হে বন্ধো! তুমি এই হেমরাশি আনয়নে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ, অতএব, আমি পরিতুষ্ট হইয়া ইহা তোমাকে দিলাম, তুমি আরো কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক আপনার শিবিরে লইয়া যাও।

কুক্কুর এবং রাজহংসী।

কিয়ৎ বৎসর গত হইল, হর্টফোর্ড শাইরের ইষ্টবর্ণেট নামক নগরে কেনেডা দেশোদ্ভব এক পালিত রাজহংসীর সহিত একটা গৃহপালিত কুক্কুরের দৃঢ়তর প্রণয় হইয়াছিল। কিন্তু বর্ষাকাল ব্যতিরেকে অন্য কোন সময়ে ঐ কুক্কুরের গৃহমধ্যে ঐ রাজহংসী প্রবেশ করিত না; কুক্কুর কোন মনুষ্যকে দেখিয়া শব্দ করিবামাত্রই হংসী চীৎকার ধ্বনি করিয়া অতিবেগে ঐ মনুষ্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া পদাঘাত করিতে চেষ্টা করিত। কখন কখন হংসী ঐ কুক্কুরের সহিত একত্রে আহার করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু কুক্কুর এতাদৃশ বিশ্বাসি বন্ধুকে কদাচ অংশ দিত না; বরং সামান্য ভাবে উহার সহিত ব্যবহার করিত। এই পক্ষী তাড়িত না হইলে কখনও অন্য পক্ষিদিগের সঙ্গে একত্র রাত্রিযোগে বাস করিত না; এবং প্রাতঃ কালে পক্ষিকুল চারণার্থ, প্রান্তরে প্রেরিত হইলে, এই পক্ষী অঙ্গনদ্বারে ঐ কুক্কুরের সম্মুখে সমস্ত দিবস বসিয়া থাকিত. অবশেষে গৃহপতি উহাকে তাড়াইয়া দিতে নিষেধ করিলে, সে আপন স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ কুক্কুরের সহিত সমস্ত রাত্রি

অঙ্গনের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিত। সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে ঐ কুক্কুর অঙ্গনের বহির্ভূত হইয়া নগরে ধাববান হইবামাত্রেই হংসী কুক্কুরের সহিত দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করিত। হংসীর এই প্রকার আশ্চর্য্য স্নেহ কুক্কুরের মৃত্যু পর্য্যন্তও ছিল। দুই বৎসর অতীত হইলে জ্ঞাত হওয়া গেল, যে হংসী ঐ কুক্কুরদ্বারা এক শৃগালের হস্তহইতে মুক্ত হওয়াতে এই প্রকার স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। কুক্কুরের পীড়ার সময় রাজহংসী ভোজন কালেও তাহাকে ত্যাগ করিত না; এবং কুক্কুরের গৃহের সম্মুখে তাহার খাদ্য দ্রব্য রক্ষিত না হইলে সে আহার করিত না। সে অহরহ কুক্কুরের গৃহেতেই বসিয়া থাকিত; এবং আপনার কিম্বা কুক্কুরের খাদ্য দ্রব্য আনয়নকারী ব্যক্তি ব্যতিরেকে কাহাকেও উহার মধ্যে আসিতে দিত না। অনন্তর ঐ কুক্কুরের মৃত্যু হইলেও সে উহার গৃহ পরিত্যাগ করিত না। এ নিমিত্ত তাহার প্রভু মৃত কুক্কুরের অবয়ব ও বর্ণের স্বরূপ অপর একটা নূতন গৃহপালিত কুক্কুর আনিয়া দিলেন। ঐ দুর্ভাগ্য পক্ষী তাহার নিকট গমন করাতে ঐ কুক্কুর তাহার গ্রীবাতে দন্তাঘাত করিয়া তাহাকে বধ করিল।

স্বভাববিরুদ্ধ কর্ম্মের প্রতিফল।

মহারাণী আনের রাজত্বকালীন কোন নগরস্থ এক দল সৈন্য যুদ্ধার্থ স্থানান্তরে গমন করিতেছিল, ইত্যবসরে তন্মধ্যস্থ এক জন সৈন্য স্বদল পরিত্যাগ করণাপরাধে সমর

সংক্রান্ত বিচারানুসারে তোপের দ্বারা তাহার প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা হইল। তখন কর্ণেল এবং সহকারী কর্ণেল সাহেব উভয়েই লণ্ডন নগরে বাস করাতে, সৈন্যদলের অধ্যক্ষতার সমুদায় ভার মেজর সাহেবের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত নির্দ্দয় ছিলেন। ঐ দোষির প্রাণদণ্ডের দিন উপস্থিত হইলে, সৈন্যদল সেই শাস্তি দেখিবার জন্য রীত্যানুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তত্রত্য তাবল্লোকেই মনোমধ্যে এই স্থির করিয়াছিল, যে পূর্ব্বাপর যে নিয়ম আছে, তদনুসারে সৈন্যের কনিষ্ঠনায়কেরা গুলিবাট দ্বারা এই নির্দ্দয় কার্য্য সম্পাদনের লোক নির্দ্ধারিত করিবেন। কিন্তু মেজর সাহেব সে নিয়ম রহিত করিলেন। যখন ঐ দোষী ব্যক্তি সেই সৈন্যদলস্থ আপন এক সহোদরের নিকট জন্মের মত বিদায় লইতেছিল, তখন মেজর সাহেব তাহাকেই ঐ নিষ্ঠুর কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ অনুজ্ঞা করিলেন; ইহাতে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তাহারা মেজর সাহেবের এই নিষ্ঠুর অনুজ্ঞা শ্রবণ করিবামাত্র উভয়েই ভূমিষ্ঠ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতে লাগিল। প্রথমে ঐ ভ্রাতা সকরুণ বচনে কহিল ধর্ম্মাবতার! আমি স্বহস্তে কি প্রকারে স্বীয় সহোদরের প্রাণ সংহার করিব। আপনি আমাকে এই ভয়ানক ব্যাপার হইতে মুক্ত করুন। পরে অপরাধী ভ্রাতা অতিবিনীত ভাবে কহিল, মহাশয়! আমার সহোদর ব্যতীত অন্যের হস্তদ্বারা আমার প্রাণ দণ্ডের অনুমতি করুন। মেজর সাহেব উহাদিগের ক্রন্দনধ্বনিতে ও বিনীত বচনেও কিঞ্চিন্মাত্র করুণাবিষ্ট

না হইয়া কহিলেন, যে উক্ত সহোদর ভিন্ন কোন প্রকারেই অপর কোন ব্যক্তিদ্বারা এ কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে না; কেননা এই ভয়ানক দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলেই সতর্ক হইবে। ইহাতে সৈন্য-দলের প্রধান প্রধান লোকেরা মেজর সাহেবকে এবিষয়ে ক্ষান্ত হইতে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে সমস্তই বিফল হইল। অগত্যা ঐ সহোদর তাঁহার অনুজ্ঞা প্রতিপালনে প্রস্তুত হইল। অপরাধী, কাল নিকটাগত দেখিয়া যথাবিধানে পুরোহিতের সহিত পরমেশ্বরের আরাধনা সমাপন পূর্ব্বক জানু পাতিয়া বসিল। মেজর সাহেব অনতিদূরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে লাগিলেন, যে সহোদর নিতান্ত বিষণ্নমনা হইয়া বন্দুকে বারুদ পূরিতেছে। পরে তাহা প্রস্তুত হইলে তিনি অনুমতি করিলেন, দেখ! যখন আমি তৃতীয়বার যষ্টি আঘাত পূর্ব্বক ইঙ্গিত করিব, সেই সময়েই তুমি বন্দির প্রাণ সংহার করিবে। কিন্তু বিশ্ববিধান কর্ত্তা পরমবিধাতার কেমন আশ্চর্য্য সুবিচার, যে মেজর সাহেব ঐ দারুণ নির্দ্দয় ক্রিয়া সম্পাদনার্থে ইঙ্গিত করিবামাত্রই, ঐ সহোদর ঝটিতি ঐ বন্দু-কের মুখ ফিরাইয়া, স্বীয় ভ্রাতাকে বিনষ্ট না করিয়া ঐ নিষ্ঠুর মেজর সাহেবকে সংহার করিল। তৎপরে বন্দুক ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, যাহার হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র নাই, সে কোন প্রকারেই দয়ার যোগ্য পাত্র হইতে পারে না। এক্ষণে আমার প্রতি আপনাদিগের যে বিধান হয়, তাহাই করুন, আমি আমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, সাধন করিয়াছি। আমার এই বধ জন্য মৃত্যুও ভাল, তথাপি

সহোদরের প্রাণ সংহার করিয়া শত বর্ষ পর্য্যন্ত দীর্ঘায়ুঃ হইয়া জীবিত থাকা শ্রেয়স্কর নহে। ঐ চমৎকার ঘটনায় কেহই মনে ব্যথিত হইলেন না। কিন্তু কতিপয় প্রধান প্রধান নগরীয় সামাজিক ব্যক্তি, যাঁহারা উক্ত প্রাণদণ্ড দর্শনেচ্ছায় তথায় উপনীত হইয়া, তৎসংক্রান্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তস্মিন্ পদাভিষিক্ত নায়ককে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে পুনর্ব্বার কারাগারে আবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন; এবং কহিলেন, যে মহারাণীর অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে সহসা প্রথম বন্দির প্রাণদণ্ড হইবে না; কেননা তাহারা আত্মরক্ষার্থ রাণীর নিকটে অনেক উপায় চেষ্টা করিবেক।

এই অনুরোধ রক্ষা হইলে নগরীয় প্রধান পক্ষেরা সেই রাত্রিতেই একখানি অত্যন্ত করুণারসাভিষিক্ত আবেদনপত্র লিখিয়া মহারাণীকে প্রদান করিলেন। তাহাতে মৃত ব্যক্তির নিষ্ঠুরতাচরণের দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক বন্দিদ্বয়ের প্রতি ক্ষমা প্রার্থিত হইয়াছিল।

নগরীয় সভ্যসমাজের এক জন প্রধান ব্যক্তি মহারাণীকে ঐ আবেদন পত্র অর্পণ করিলে, তিনি তাহা পাঠ করিয়া ঐ ব্যাপারের বিশেষ তথ্যানুসন্ধান করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর, তিনি অনুসন্ধানদ্বারা জানিতে পারিলেন, যে আবেদনপত্রের লিখিত তাবৎ বৃত্তান্তই যথার্থ। মাহারাণী অনুগ্রহপূর্ব্বক উভয় ভ্রাতার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মহইতে অবসর হইতে আদেশ করিলেন। সেই

সময়ের কোন সমাচারপত্রে লিখিত আছে, যে তিনি এরূপ দয়া প্রকাশ করাতে, নগরবাসি প্রভুভক্ত প্রজাবর্গ আপনা-দিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ অতি নম্রবচনে এক আবেদনপত্র লিখিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল।

কুক্কুরী এবং তাহার প্রভু।

গত শতাব্দীমধ্যে এক জন ভদ্রলোক কতকগুলিন মৃগয়া কুশল কুক্কুর পালন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী কুক্কুরী তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল, সে সর্ব্বদা তাঁহার নীচের কুঠরীতে আসিয়া শয়ন করিত। ঐ কুক্কুরীর কতকগুলিন শাবক ছিল। ঐ ভদ্রলোক এক দিবস তাহার অনুপস্থিতিতে সেই শাবক সকলকে জলমধ্যে ফেলিয়া দিলেন, কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে কুক্কুরী প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় শাবকদিগকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে, তাহাদের অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে পুষ্করিণীর জলে মগ্ন ও মৃত দেখিল। তাহাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে নীচের ঘরে আনিয়া প্রভুর পদতলে রাখিয়া, তাঁহার মুখের প্রতি ঘন ঘন সকরুণ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

এক স্পেন দেশীয় ও এক আমেরিকার আদিবাসী লোক।

এক জন স্পেন দেশীয় লোক, মেক্‌সিকো দেশের মরুভূমিতে দুর্ব্বল এবং ক্লান্ত হইয়া এক অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছিল, ইতোমধ্যে এক জন আমেরিকার আদিবাসি লোককে এক বলবান্ উত্তম অশ্বে আরূঢ় দেখিয়া তাহাকে বলিল, আইস! তোমার সহিত ঘোটক পরিবর্ত্তন করি। কিন্তু তাহাতে সে সম্মত না হওয়াতে, ঐ স্পেননিবাসী বলপূর্ব্বক তাহার ঘোটক গ্রহণ করিল। ইহাতে সে ব্যক্তি ত্বরায় ঐ আক্রমণকারির প্রতি ধাবমান হইল, এবং নিকটস্থ এক গ্রামে উপনীত হইয়া তথাকার বিচারকর্ত্তার নিকটে এই অন্যায় বিষয়ে অভিযোগ করিল। তাহাতে ঐ স্পেনবাসি অম্লানবদনে কহিল, যে এ আমার অশ্ব। পরে আমেরিকাবাসী কোন প্রমাণ দর্শাইতে না পারাতে বিচারকর্ত্তা স্পেনবাসিকে দোষি না করিয়া ঐ অভিযোগ অগ্রাহ্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে আমেরিকাবাসী তাহার গাত্র বাস উন্মোচনপূর্ব্বক ঘোটকের মুখাচ্ছাদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, এ অশ্ব আমার, আমি এক্ষণে ইহার প্রগাঢ় প্রমাণ দর্শাইতেছি, এই বলিয়া স্পেনবাসিকে কহিল, ভাল, যদি এই ঘোটক তোমার হয়, তবে ইহার কোন্ চক্ষু অন্ধ, ইহা তুমি বিচারকর্ত্তার নিকটে কহ। সে বলিল, ইহার দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ। ইহাতে আমেরিকাবাসী ঘোটকের মুখের আচ্ছাদন

উন্মোচনপূর্ব্বক বিচারপতিকে কহিল, ধর্ম্মাবতার! এই অশ্বের এক চক্ষুও অন্ধ নহে। অতএব, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই ঘোটকের আমিই যথার্থ অধিকারী।

চীন দেশীয় মৎস্য ধরা পক্ষী।

চীন দেশে জলমধ্যে মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত পক্ষি সকল আশ্চার্য্য রূপে শিক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারা জলমধ্যে মৎস্য ধারণ বিষয়ে যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করে, অন্যান্য আখেটিক পক্ষিরা শূন্যে ও কুক্কুরেরা পৃথিবীতে ঘ্রাণ-দ্বারা শীকার বিষয়ে তাদৃশ পটুতা প্রকাশে সমর্থ নহে। ইহা-দিগের আকৃতি রাজহংসের ন্যায়। পক্ষদ্বয় ধূষর বর্ণ ও পদদ্বয় লিপ্ত, চঞ্চু কিঞ্চিৎ সরু, ও তাহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বক্র। ইহাদিগকে লোয়াপক্ষি কহে। অন্যান্য মৎস্য ভোজি পক্ষি অপেক্ষা উহাদিগের যে কেবল জলমগ্ন হই-বার ও জলমধ্যে অবস্থিতি করিবার অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে এমত নহে, যদ্রূপ কুক্কুরেরা অল্পায়াসে সুশিক্ষিত হইয়া তাহাদিগের প্রভুর আজ্ঞানুসারে বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রকাশ করে, তদ্রূপ এই পক্ষিগণও সুশিক্ষিত হইয়া নম্রতাপূর্ব্বক ধীবরের আদেশে বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রকাশে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ আছে।

তত্রত্য নৌকার পরিমাণানুসারে পক্ষির সংখ্যা ন্যূনাধিক হয়। তাহারা সঙ্কেতানুসারে জলমধ্যে মগ্ন হইয়া মৎস্যের প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে; এবং অভিষ্ট সিদ্ধ করিবা-

মাত্রেই আপন নৌকায় পুনরাগমন করে; এবং কখন মৎস্য ধরিবার নিমিত্তে মৎস্যধরণোপযোগী অনেক নৌকা একত্র হইলেও ঐ সুচতুর পক্ষিরা আপন নৌকা চিনিতে সক্ষম হয়। নদীমধ্যে মৎস্য অধিক থাকিলে ইহারা তাহা ধরিয়া শীঘ্রই নৌকা পূর্ণ করিতে পারে; এবং কখন কখন এমত বৃহৎ মৎস্য লইয়া আইসে, যে যাহারা কখন এইরূপ কার্য্য দেখে নাই, তাহারা ঐ অসম্ভাবিত কার্য্য দর্শন করিয়াও ভ্রম বোধ করে। ঐ পক্ষিদিগের এ রূপ আশ্চার্য্য বুদ্ধি, যে যদি উহাদিগের মধ্যে কোন পক্ষী একটা বৃহৎ মৎস্য ধরিয়া আনিতে অক্ষম হয় তবে অন্য পক্ষিরা তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকে। এবং যৎকালে তাহারা তাহাদিগের প্রভুর এইরূপ পরিশ্রম করে, তৎকালে তাহারা অমনোযোগি হয় না। এবং তাহাদিগের গলদেশে একটা আংটা এরূপ ভাবে সংলগ্ন থাকে, যে তাহাতে তাহারা কোন প্রকারেই তাহাদিগের ধৃত মৎস্যের এক খণ্ডও খাইতে পারে না।

স্পেন দেশস্থ কতকগুলিন কৃষকের বিষয়।

সেনাপতি থিয়োডোর বন রিডিং সাহেব বেলিরের যুদ্ধে স্পেনদেশীয় রাজার সুইজর্লণ্ডীয় সৈন্যদলের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহার অপরিসীম সাহস, শারীরিক শক্তি, এবং সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রভাবে ঐ যুদ্ধে জয় লাভ হয়। তিনি বীরত্বের নিমিত্ত যেমন বিখ্যাত, তদ্রূপ সুবিচার এবং সকরুণ স্বভাব জন্য যশস্বী

ছিলেন। ঐ যুদ্ধের পূর্ব্ব দিনের প্রদোষ কালে যখন প্রায় বিংশতি জন আন্দালুসিয়া দেশের কৃষক, গুপ্ত পথ দিয়া খচ্চর এবং গর্দ্দভদ্বারা ফরাশিশ শিবিরে জল লইয়া যাইতেছিল, তখন দূরস্থ সৈন্যদলের প্রহরী স্বরূপ কতিপয় অশ্বারূঢ় সৈন্য তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিল। তখন নিদাঘের এমত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, যে অশীতি বর্ষ বয়স্ক লোকেরাও তাঁহাদের বয়সে কখন সে রূপ গ্রীষ্ম ভোগ করেন নাই। কৃষকেরা যে অপরাধ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগের দণ্ড হইবার আশঙ্কায় তাহারা কম্পিতকলেবর হইয়া সেনাপতির শিবির সমীপে দাঁড়াইয়া বিচারাজ্ঞার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তদনন্তর, সেনাপতি তথায় উপনীত হইলেন; এবং সেই ব্যাপার দর্শনার্থ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তদধীন কতিপয় নবীন সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত তথায় আগমন করিলেন। ঐ সেনাপতি রিডিং সাহেব তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন, হে ভদ্রসন্তান সকল! তোমরা মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রবণ কর। এই কৃষকেরা অস্মদাদির যে সকল বিপক্ষ পক্ষ জলাভাবে মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছিল, তাহাদিগের নিমিত্ত জল লইয়া যাইতেছিল, অতএব তোমাদিগের বিবেচনায় ইহাদিগের কি দণ্ড বিধান হইতে পারে, এবিষয়ে তোমাদিগের পরস্পরের মত জানিতে বাসনা করি। ইহা শুনিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, যে যুদ্ধবিধানানুসারে ইহাদিগকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। এই দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ

করিয়া কৃষকেরা ভয়ে কম্পমান হইল। কোন কোন মহাশয় কহিলেন, যে ইহাদিগকে গুলিদ্বারা বধ করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বা কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, সর্ত্তিদ্বারা ইহাদিগের নাম নির্দ্দেশ করা যাউক তাহাতে যাহার নাম প্রতি পঞ্চমে অর্থাৎ প্রথমে, পঞ্চমে, দশমে, ইত্যাদি সংখ্যায় উঠিবেক, তাহাকেই সমুচিত শাস্তি দেওয়া যাইবেক। সৈন্যাধ্যক্ষ বলিলেন, হে ভ্রাতৃবর্গ! এমত গুরুতর ব্যাপারে ব্যস্ত হইয়া বিচার নিষ্পত্তি করা উচিত নহে। তোমরা কেহই বলিতে পার না, যে আমরা কে কে কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব। অতএব, সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া হঠাৎ এরূপ দারুণ দণ্ডবিধান করা অকর্ত্তব্য। পরে তিনি কৃষকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যে তোমরা কি নিমিত্ত একর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে? অস্মদাদির যাহাতে মঙ্গলসাধন হয়, তোমাদিগের তাহাই সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য। তোমরা যে তাহাদিগের শিবিরে জল লইয়া যাও, এ অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। এক জন কৃষীণ উত্তর করিল, হে সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয়! আমাদিগের অপরাধ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমরা অগত্যা একর্ম্ম করিয়াছি। আমাদিগের কুটির এবং সৈন্য সমূহ প্রজ্জ্বলিতানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই এক এক গৃহস্থের অভিভাবক। আমাদিগকে অসঙ্গতি জন্য উপস্থিত শীতকালে সপরিবারে অনাহারে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইতে হইবে। ফরাশিশরা এক এক পাত্র জলের জন্যে দুই দুই (রিয়াল) মুদ্রা প্রদান করিতেছেন। ইহা অবগত হইয়া আমরা

প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, যে জল বিক্রয়দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দারুণ দারিদ্র্যদশাহইতে মুক্ত হইব। আমাদিগের পুত্রেরা এই সৈন্যদলভুক্ত আছে, এবং আমরাও স্বদেশের রক্ষাকল্পে সংগ্রামে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে উদ্যত আছি। বারি বিনিময়ে যে ধন সঞ্চয় হইবে, তাহার কিয়দংশে বারুদ ক্রয় করিবার কল্পনা করিয়াছি। কেননা আমাদিগের এমত সঙ্গতি নাই, যে সমর সাহায্যের সামগ্রী সকল ক্রয় করিয়া দিতে পারি। ইহাতে সেনাপতি করুণার্দ্র হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে যবনিকা মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক এক তোড়া মুদ্রা হস্তে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং প্রত্যেক কৃষককে এক এক স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া কহিলেন, যে তোমরা আপনারা ঐ বারি বিভাগ করিয়া লও, এবং ফরাশিশদিগের জল দিবার ভার আমি স্বয়ং গ্রহণ করিলাম। কল্য তাহাদিগকে আমি জলদান করিব, ইহা কহিয়া তিনি কৃষকদিগের ধন্যবাদ প্রতীক্ষা না করিয়া সহসা তৎস্থানহইতে প্রস্থান করিলেন।

আন্তিওকসের মৃত্যুর প্রতিহিংসা।

আন্তিওকস্ ভূপতি সেণ্টেরিট্রিয়স নামক গালিশিয়া দেশস্থ এক লোকের সহিত সংগ্রামে হত হয়েন। তাহাতে ঐ জয়ী সেণ্টেরিট্রিয়স পরমাহ্লাদে ঐ ভূপতির অশ্বোপরি লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। কিন্তু ঐ ঘোটক, স্বীয় প্রভুর শত্রু আপন পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়াছে, ইহা বুঝিতে

পারিয়া, তৎক্ষণাৎ বিলক্ষণ ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশপূর্ব্বক এক উচ্চ পর্ব্বতোপরি এমত বেগে লম্ফ দিয়া উঠিল, যে সেণ্টেরিট্রিয়স কোন মতে ঐ তুরঙ্গহইতে অবতীর্ণ হইতে পারিলেন না। পরিশেষে দৃষ্ট হইল, যে অশ্ব ও সেণ্টেরিট্রিয়স উভয়েই পর্ব্বতের নীচে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়াছে।

পরামনন।

ডক্তর ফোর্ডিস সাহেব স্বকৃত বিদ্যা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর প্রবন্ধ গ্রন্থে নিকটস্থ দেশের এক অতি আশ্চর্য্য গল্প বর্ণন করেন। এক জন সুশীল ধনাঢ্য রত্নবণিক কোন কার্য্যবশতঃ দেশান্তর গমনে বাধ্য হইয়া, কতকগুলিন মণিমাণিক্য ও অন্যান্য ধনাদি লইয়া এক ভৃত্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। কিঞ্চিৎদূর গমন করিলে পথিমধ্যে ঐ ভৃত্য আপন প্রভুর বহুধন ও রত্নাদি দেখিয়া, লোভ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করত সেই সকল ধন অপহরণ করিল। পরে তাঁহার গলদেশে এক বৃহৎ প্রস্তর বান্ধিয়া নিকটস্থ এক খালে নিক্ষেপ করিল।

অনন্তর, সে ঐ রাজ্যের এমত এক দূর অঞ্চলে গমন করিল, যথায় তাহাকে এবং তাহার প্রভুকে কেহই জানিত না। তথায় সে প্রথমতঃ অল্পধন ব্যয় করিয়া অতি সামান্যভাবে ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং বিশেষ পরিশ্রমপূর্ব্বক বিশ্বস্তরূপে স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করাতে উত্তরোত্তর

সর্ব্বজনসমীপে মান্য হইয়া বহুধন উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল মধ্যে তাহার সম্ভ্রম দেশ বিদেশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়াতে এক সদ্বংশজাতা কুমারীর সহিত তাহার পরিণয়সংস্কার সম্পন্ন হইল। পরে সে ঐ রাজ্যের রাজশাসন সংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইল; এবং ক্রমে ক্রমে কর্ম্মনৈপুণ্য দ্বারা প্রধান বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হইয়া, বিশেষ প্রশংসা সহকারে অতি সুন্দররূপে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। একদা প্রভুহন্তা এক মহাপাপী ব্যক্তি তাহার বিচারাসনের সমক্ষে আনীত হইল; এবং প্রমাণদ্বারা বিচারে ঐ ব্যক্তি অপরাধী সাব্যস্ত হইলে, সেই প্রধান শাসনকর্ত্তার অনুমতির প্রতীক্ষায় সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

এই উপলক্ষে প্রধান শাসনকর্ত্তার মনোমধ্যে পূর্ব্বকৃত স্বকীয় দোষের উদয় হওয়াতে, মনঃপীড়ায় তাহার শরীর ও মুখমণ্ডল ম্লান হইল। পরিশেষে সে বিচারাসনহইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অপরাধি ব্যক্তির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কোচিত্তে তাহার সহযোগি বিচার পতিদিগকে কহিতে লাগিল, হে সহযোগিগণ! সর্ব্বসাক্ষি পরমেশ্বরের নিয়ম অত্যন্ত আশ্চর্য্য! কোন ব্যাপার ত্রিংশদ্বর্ষপর্য্যন্ত গুপ্ত রাখিয়া অদ্য তোমাদিগের সম্মুখে তাহা ব্যক্ত করিতে বাধিত হইলাম। আমিও ইহার ন্যায় প্রভুহন্তা মহাপাপী। ইহা কহিয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বিস্তর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া উচিত দণ্ড প্রার্থনা করিল। তাহাতে তাঁহারা

বিস্ময়ান্বিত হইয়া আজ্ঞা দিলেন। পরে সে ক্ষুব্ধচিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

সিংহ ও ব্যাধের প্রণয়।

চিনিয়ার নামক গ্রন্থকর্ত্তা স্বকীয় ‘ মরক্কোর বর্ত্তমান অবস্থা’ নামক গ্রন্থে লেখেন, আমি স্বরূপ কহিতেছি, যে বারবরি দেশস্থ কোন ব্যক্তি সিংহ হনন করণার্থ এক বন মধ্যে প্রবেশ করিলে, দুই সিংহশাবক স্নেহ প্রকাশ করণাশয়ে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। তাহাতে ব্যাধ ঐ শিশু পশু-দ্বয়ের সহিত তাহাদের পিতা মাতার আসিবার অপেক্ষায় সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া, আপনি আহার করিবার সময় তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ দ্রব্য দিল। এই কালে উহাদিগের প্রসূতী ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া নিরীক্ষণ করিল, এক নর তাহার শাবকদিগকে আহার করাইতেছে। তাহাতে সে তাহীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সিংহীর গতির ধীরতা প্রযুক্ত ঐ ব্যাধ তাহার মনোগত ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না। সুতরাং ভ্রান্ত হইয়া তাহাকে বন্দুক করণে অশক্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে ঐ সিংহী একটা মেষ লইয়া ঐ শীকারীর নিকট আগমন পূর্ব্বক তাহার পদতলে রাখিল। ইহাতে সে ব্যক্তি ঐ মেষের চর্ম্ম উন্মোচনপূর্ব্বক অগ্নি সংযোগে তাহার এক অংশ দগ্ধ করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট সমদায় ঐ

শাবকদিগকে দিল। তৎপরে ঐ শাবকদিগের জনক আসি-য়াও ঐরূপ তাহার দানশীলতা দেখিয়া, তাহার প্রতি হিংসা করিল না; এবং ঐ অভ্যাগত ব্যক্তিও খাদ্য সামগ্রী পাইয়া উহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইল না। বরং গৃহে প্রত্যা-গমন কালে উহাদিগের গাত্রে হস্তমার্জ্জন করিতে লাগিল। পরে সিংহদম্পতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তাহাকে নিরাপদে অরণ্যের বাহিরে রাখিয়া আইল।

আশ্চর্য্য চিকিৎসা।

এক জন ধনী কৃষক বায়ুগ্রস্ত হইয়া ল্যাঙ্গ্লিলো নামক স্থানে মাইকেল স্কপ্যাক্ নামক বিখ্যাত ভিষকের নিকট চিকিৎসার্থে আসিয়া কহিল, যে আমার উদরে সাতটা ভূত প্রবেশ করি-য়াছে। ঐ চিকিৎসককে লোকে পাহাড়িয়া চিকিৎসক কহিয়া থাকে। তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, না, আমার বোধ হইতেছে, সাতটার অধিক হইবে। তুমি যদি যথার্থরূপে গণনা কর, তবে নিশ্চয় জানিতে পারিবে, আটটা ভূত আছে। তৎপরে ঐ পীড়িত ব্যক্তিকে তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া, বলিলেন, যে তোমাকে অষ্টাহের মধ্যে আরোগ্য করিব। কিন্তু উক্ত নিরূপিত সময় মধ্যে প্রত্যহ প্রাতে আমাকে এক এক (লুইডোর) মুদ্রা দিতে হইবে। তবেই আমি একটা একটা করিয়া ঐ দুরাত্মাদিগকে বাহির করিয়া দিব। আরো কহিলেন, যে শেষেরটাকে অতিশয় কষ্টে বহির্গত করিতে

হইবে ; তজ্জন্য আমি দুই লুইডোর লইব। তাহাতে কৃষক সম্মত হইল। ভিষক্ সম্মুখবর্ত্তি ব্যক্তিদিগকে একথা প্রচার করিতে কহিলেন, এবং মনোমধ্যে স্থির করিলেন, যে দরিদ্র-দিগকে ঐ নয় লুইডোর বিতরণ করিব। অনন্তর, পর দিবস প্রাতে উক্ত ভূতগ্রস্ত কৃষককে আপনার নিকটে আনয়ন করিয়া এক ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্রের নিকট উপবিষ্ট করাইলেন; ঐ যন্ত্র সে কস্মিন্ কালে দৃষ্টি গোচর করে নাই। পরে সে তদ্দ্বারা এক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু চিকিৎসক অতিশয় গম্ভীর ভাবে কহিলেন, ওহে ভয় কি! ঐ দেখ, তোমার উদর হইতে একটা ভূত পলাইল। পর দিবস ভিষক ঐ রূপ ব্যবহার করিলে সে পূর্ব্ববৎ চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাতে তিনি কহিলেন, দেখ! আর একটা বাহির হইল। এই রূপে সাতটা ভূত বাহির করিলেন। অব-শেষে আটটাকে বাহির করণের সময় ভিষক্ রোগিকে কহি-লেন, যে এইটাই ভূতমধ্যে প্রধান। অতএব অন্যান্য ভূত অপেক্ষা ইহাকে বাহির করিতে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, এজন্য তোমার এসময় সাতিশয় সাহস প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর, কৃষক সেই যন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা এরূপ দৃঢ়-তর আঘাত পাইল, যে সে অচেতন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। তাহাতে চিকিৎসক বলিলেন, দেখ দেখ! তোমার শরীর হইতে সকল ভূত বাহির হইল। তৎপরে তাহাকে শয্যাশায়ি করিতে অনুমতি করিলেন। পরে কৃষকের চৈতন্য হইলে ভিষক্‌বর কহিলেন, তুমি সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হইয়াছ।

তাহাতে কৃষক নয় (লুইডোর) মুদ্রা তাহাকে প্রদানপূর্ব্বক বারম্বার ধন্যবাদ দিয়া সবল হইয়া আপন গৃহাভিমুখে পুনরাগমন করিল। এই রূপ আশ্চর্য্য আরোগ্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, এবং তদ্দ্বারা ভিষক্‌দিগের প্রত্যুৎপন্নমতির প্রাখর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে মহাত্মা সলমনের নীতিগর্ব্ভ বাক্যও সপ্রমাণ হইতেছে, যে কখন কখন উন্মত্ত লোকের সহিত উন্মত্তবৎ ব্যবহারও করিতে হয়।

প্রভুহত্যা।

১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হেজ নামক এক জন ধনী ভদ্রলোক দেশভ্রমণ করিতে করিতে অক্‌সফোর্ডশায়র নামক স্থানে জনাথন ব্রাডফোর্ডের পান্থশালায় উপস্থিত হইলেন। তথায় অপর দুই জন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে রাত্রিযোগে সকলে একত্রে ভোজনাদি করিলেন। পরে তাঁহাদিগের কথোপকথনে অনবধানতা প্রযুক্ত ব্যক্ত হইল, যে প্রাগুক্ত ব্যক্তির নিকট বহু অর্থ আছে। অনন্তর, সকলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্টস্থানে শয়নার্থ গমন করিলে, উক্ত দুই ব্যক্তি অকস্মাৎ আপনাদিগের শয়নাগারের পার্শ্ববর্ত্তি গৃহহইতে এক সকরুণ ধ্বনি শুনিতে পাইয়া জাগরিত হইলেন, কিয়ৎকাল বিলম্বে আর কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না, তাহাতে সেই আগার মধ্যে গমন করিয়া দেখিলেন, যে গৃহের দ্বার অর্দ্ধোদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। পরে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে এক

ব্যক্তি শোণিতে অভিষিক্ত হইয়া শয্যায় লুণ্ঠিত হইতেছে। তথায় অপর এক ব্যক্তি এক হস্তে, একটা নির্ব্বাণ দীপ অপর হস্তে এক খানা ছুরিকা লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পরে তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতে পারিলেন, যে যে ব্যক্তির সহিত সেই রাত্রে একত্র ভোজন করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই হত হইয়াছে; এবং যে দণ্ডায়মান আছে সে ঐ গৃহস্বামী। তাহাতে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চয় অপরাধি জ্ঞান করিয়া ধৃত করিলেন। কিন্তু তিনি এই হত্যা সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, যে আপনারা যে অভিপ্রায় এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, আমিও সেই রূপ এক কাতর ধ্বনি শ্রবণে জাগরিত হইয়া ছুরিকা হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক ইহার রক্ষার্থে অব্যবহিত পূর্ব্বেই এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু এই সকল কথা তাঁহার পক্ষে কিছুই ফলদায়ক হইল না। তাঁহারা তাঁহাকে ঐ রাত্রেই দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পর দিবস প্রাতে নিকটবর্ত্তি এক শান্তিরক্ষকের নিকট আনীত হইলে, স্পষ্টই প্রতীত হইল যে তিনিই উক্ত হত্যা করিয়াছেন। অনন্তর, শান্তিরক্ষক তাঁহাকে প্রধান বিচারপতির নিকটে বিচারার্থ প্রেরণ করিবার আদেশ পত্র লিখিবার সময়ে অনায়াসে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, যে এই হত্যা তুমি, নচেৎ আমি করিয়া থাকিব। পরে তিনি অক্সফোর্ড নগরের বিচারে প্রেরিত হইলে বিচারদ্বারা যথার্থ অপরাধি সাব্যস্ত হওয়াতে তাঁহার প্রাণ দণ্ডের অনুজ্ঞা হইল। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি মরণ কাল পর্য্যন্ত আপনাকে নির-

পরাধি বলিয়াছিলেন।,, তৎপরে ঐ নির্দ্দোষি ব্রাডফোর্ডের মরণের পর তাঁহার সেই বাক্য সত্য হইল। অষ্টাদশ মাস অতীত হইলে পূর্ব্বোক্ত হেজ সাহেবের এক জন ভৃত্য আপন মরণকালে কর্ম্মানুরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বসমক্ষে আত্ম-মুখে ব্যক্ত করিয়াছিল, যে আমিই প্রভুকে হত্যা করিয়া সমস্ত অর্থ অপহরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে দুই মুহূর্ত্ত পরে ব্রাডফোর্ড ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি নিরপরাধী, ইহা কহিয়া সে কাল গ্রাসে পতিত হইল। যদিও ব্রাডফোর্ড স্বয়ং হেজ সাহেবের প্রাণ নাশ বিষয়ে নির্দ্দোষী ছিলেন, তথাচ তাঁহার মনোমধ্যে হত্যা করিবার বিলক্ষণ কামনা ছিল। যেহেতু তাঁহার যখন জীবন দণ্ড হইবার আদেশ হয়, তখন তিনি এক জন পাদ্রির নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন, যে "হেজ সাহেবের নিকট বহু অর্থ ছিল।,, অতএব, তিনি এই কুৎসিত কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার মানসে তাঁহার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহার মরণাবধারণ না করিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিকে উত্তোলনপূর্ব্বক দেখিতেছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাহা যথার্থ জানিতে পারিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর হওয়াতে হস্ত ও ছুরিকা রক্তে লিপ্ত হইল। তন্নিমিত্তেই তিনি ঐ ব্যক্তিদিগের বিলক্ষণ সন্দেহের পাত্র হইয়াছিলেন।

সদ্বিচার।

কোপেনহেগেন নগরে ক্রিষ্টফর রোসেনক্রাঞ্জ নামক এক ব্যক্তি মৃত ক্রিষ্টিয়ান টল সাহেবের স্ত্রীর নিকট পঞ্চ সহস্র ডলর মুদ্রার দাবী করিল। তাহাতে তিনি অস্বীকার করিলে, ঐ ব্যক্তি তাঁহার মৃত স্বামির ও তাঁহার স্বাক্ষরিত এক প্রমাণ পত্র দেখাইল। ইহাতেও তিনি কহিলেন, ইহা আমাদিগের স্বাক্ষর নহে, ইহা কৃত্রিম। অনন্তর ঐ ব্যক্তি বিচারপতির নিকট অভিযোগ করিয়া জয়ী হইল। তদ্দ্বারা ঐ নারী বিষম দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া চতুর্থ ক্রিষ্টিয়ান নৃপতির নিকট বিচার প্রার্থনা করিলেন। তিনি এবিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া রসেনক্রাঞ্জকে আনয়নপূর্ব্বক বিনয় বাক্যে তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে সে প্রতারণার কিছু মাত্র প্রকাশ করিল না। বরং নরপতিকে ঐ খতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিল। ইহাতে তিনি তাহার নিকটহইতে ঐ খত গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র পুনঃপ্রদান করিতে স্বীকার করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। পরে ঐ খত লইয়া অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক নির্জ্জনে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, যে ঐ খত যে কাগজে লিখিত হইয়াছে, তন্নির্ম্মাণকর্ত্তা ইহা লিখিত হইবার অনেক বৎসর পরে কাগজের কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ অনুসন্ধানদ্বারা তাহা যথার্থই কৃত্রিম, ইহা নিঃসংশয়ে জ্ঞাত হইলেন। তথাপি রোসেনক্রাঞ্জের প্রতি দ্বিরুক্তি মাত্র করিলেন না। কিছু দিন

পরে তাহাকে আনাইয়া খেদসূচক বাক্যে কহিলেন, যে তুমি ঐ অবলার প্রতি কৃপাবলোকন কর! নতুবা সর্ব্বান্তর্যামি পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি শাস্তি পাইবে; ইহাতেও ঐ প্রতারকের চৈতন্য হইল না। বরঞ্চ মুদ্রা প্রাপ্তির নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং খত কৃত্রিম বলাতে যে মানহানি হইয়াছে, তাহাই বলিতে লাগিল। তথাপি প্রাগুক্ত ভূপতি তাহার প্রতি সদয় হইয়া পুনর্ব্বার কয়েক দিবস তাহাকে বিবেচনা করিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু ইহাতেও সে ব্যক্তি তাঁহার বাক্য অবহেলা করাতে তাহাকে কারাবরুদ্ধ করিতে অনুমতি করিলেন। এবং পরিশেষে রাজ্যের নিয়মানুসারে তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিলেন।

হত্যা নিবারণের বিষয়।

আব্রাঞ্চিস্ নগরনিবাসী এম, হিউট নামক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ এই বিবরণ প্রকাশ করেন, যে গ্রোব প্রদেশের পার্শ্বস্থ কাইন ও বীয়র গ্রামের মধ্যবর্ত্তি কোন পল্লীগ্রামে এক দুর্ব্বৃত্ত কৃষক বাস করিত। সে স্বীয় ভার্য্যাকে এরূপ কটু ভর্ৎসনা ও নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিত, যে প্রায় সর্ব্বদাই তাহার সমুদায় প্রতিবাসিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার দুরাচরণ নিবারণার্থে নানাবিধ চেষ্টা করিত। অনন্তর, ঐ কৃষক তাহার ভার্য্যার সহবাসে কালক্ষেপণ করিতে বিরক্ত হইয়া তাহাকে বধ করণেচ্ছায়, পূর্ব্ববৎ ব্যবহার পরিহারপূর্ব্বক

তাহার সহিত কাল্পনিক প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিল। কোন পর্ব্বাহে স্থানান্তর গমনকালে তাহাকে সঙ্গে যাইতে আহ্বান করিত। একদা গ্রীষ্মকালের প্রদোষ সময়ে, প্রভাকর প্রখর কর দানে বিরত হইয়া, অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিলেন, ঐ কৃষক তাহার পত্নীকে এক নির্জ্জন সরোবর সমীপে লইয়া গেল। পরে ঐ জলাশয়তীরে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে কৃষক ছলনাপূর্ব্বক কহিল, প্রিয়ে! আমি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি, অতএব, শীঘ্র জলপান করিয়া আসি। পুষ্করিণীর নির্ম্মল জল দর্শনে স্ত্রীও জলপানে ইচ্ছুক হইল। পরে সেই নারী জলপানার্থে জলাশয়ে অবতরণ করিলে তাহার ভর্ত্তা তাহাকে জলে মগ্ন করিয়া তাহার জীবন হননে উদ্যত হইল। সেই স্ত্রী সরোবরহইতে উঠিতে প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতেই উঠিতে পারিল না। ইহাতে তাহার প্রিয় প্রভুভক্ত কুক্কর ঐ বিপদ্ দেখিয়া তাহার নিষ্ঠুর স্বামির গলদেশে দন্তাঘাত করিল। তাহাতে ঐ দুর্বৃত্ত কৃষক ক্লেশ পাইয়া ঐ অবলাকে ছাড়িয়া দিলে, সে নীরহইতে তীরে উঠিয়া রক্ষা পাইল।

পুত্তিকাদ্বারা অদ্ভুত বাসস্থান নির্ম্মাণ।

আফ্রিকা খণ্ডে অনেক পুত্তিকা জন্মে। তথায় ইহারা অতি আশ্চর্য্য রূপে দ্বাদশ পাদ ঊর্দ্ধ্ব পরিমাণে এমত সুদৃঢ় বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, যে কতিপয় ব্যক্তি এককালে তদুপরি

আরোহণ করিলেও তাহা ভগ্ন হয় না। ইহা সর্ব্বদাই দৃষ্টি-গোচর হয়, যে, ইহারা গোমেষাদি অন্যান্য বন্য পশুকে বাসস্থানের নিকটে চরণ করিতে দেখিলে, ভাবি বিপদের আশঙ্কায় প্রহরির স্বরূপ তদুপরি একটি পুত্তিকাকে বসাইয়া রাখে। এই বল্মীকেরা প্রথমে মিছরির কুঁদার ন্যায় কঠিন মৃত্তিকাদ্বারা কিঞ্চিৎ দূরে স্তম্ভের ন্যায় অনেক চূড়া নির্ম্মাণ করে; তৎপরে তাহার উপরে পুনর্ব্বার তদ্রূপ করিয়া থাকে। সমুদায় স্তম্ভের মধ্যবর্ত্তী স্তম্ভটা অধিকতর উচ্চ করে। এই রূপে স্তূপ সমূহ নির্ম্মাণ করিলে প্রতি স্তম্ভযুগ্মের মধ্যে যে শূন্য-স্থান থাকে, তাহা মৃত্তিকাদ্বারা আচ্ছাদিত করে। অনন্তর, সেই বাসস্থান গোলাকৃতি করিবার জন্য তাহার উপরি ভাগ রাখিয়া মধ্যস্থ কতক গুলিন স্তম্ভ বাহির করিয়া লয়। ইহাতে যে মৃত্তিকা সঞ্চয় হয়, তদ্দ্বারা তাহারা খাদ্য ভাণ্ডারাদি নির্ম্মাণ করে। পুত্তিকাদিগের রাজা ও রাণী আছে, তাহাদিগের অধীনে সকল পুত্তিকা থাকে। ইহারা চতুষ্পার্শ্বে মৃত্তিকা বেষ্টিত গৃহের অভ্যন্তরে কাষ্ঠদ্বারা অতি সুচারু রূপে সূতিকাগার নির্ম্মাণ করে, এবং প্রায় ঐ গৃহ মধ্যস্থিত রাজগৃহের নিকটেই দৃষ্ট হয়। রাজার এবং অন্যান্য সকলেরি গৃহ ভূমির উপরিভাগে খিলানের মত করিয়া নির্ম্মাণ করে। রাজগৃহ প্রথমে এক বুরুল ঊর্দ্ধ্ব পরিমাণে নির্ম্মিত হয়, কিন্তু যে পরিমাণে রাণীর শরীর বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই ঐ গৃহের আয়তন করে। রাজা ও রাণী উভয়কেই এক গৃহে অবস্থান করিতে হয়, কখন বহির্গত হইতে

পারে না। যেহেতু প্রবেশ-দ্বার দিয়া গমনাগমন করিবার অনুজ্ঞা সৈন্য ও শ্রমি পুত্তিকা ব্যতীত অন্যের প্রতি নাই। উই সকলের স্বচ্ছন্দে গতায়াত করিবার নিমিত্তে এই অসংখ্য গৃহ বিশিষ্ট অদ্ভুত বাসস্থান নির্ম্মাণ করা বোধ হয়, মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে উহার মধ্যে নানাদিকে শোভিত অনেক প্রকার বক্র পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেননা তাহা না থাকিলে স্তম্ভের উপরিভাগে শ্রমি পুত্তিকারা অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে না, আর উপরিস্থিত যে গৃহে ডিম্ব রাখে, তাহার দূরতা ন্যূন করিবার নিমিত্তে তাহারা তাহার উপরিভাগে দশ বুরুল উর্দ্ধ, ও অর্দ্ধ বুরুল প্রশস্ত পরিমাণের খিলান বাহির করে, এবং তদুপরি অনেক সোপান নির্ম্মাণপূর্ব্বক গতায়াতের বিস্তর সুবিধা করিয়া থাকে। এই পুত্তিকা কোন দ্রব্য নষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইলে, স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমাগত মৃত্তিকা উস্কাইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইতে থাকে।

নিরপরাধির দণ্ড।

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পারিস নগরে কোন ভ্রষ্টাচার ব্যক্তির গৃহে এক যুবতী দাস্যবৃত্তি করিত। কিয়ৎকাল বিলম্বে গৃহস্বামি ঐ তরুণী দাসীকে দুশ্চরিত্রা করণে সচেষ্টিত হইল, কিন্তু কিছুতেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ইহাতে সে ঐ দাসীর প্রতি অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিবার অভিলাষে, স্বনামাঙ্কিত কতকগুলিন বস্ত্র তাহার

সিন্দুক মধ্যে রাখিয়া শান্তিরক্ষকের নিকট সংবাদ দিল, যে তাহার বাটীতে চুরি হইয়াছে। শান্তিরক্ষক এই সম্বাদ শুনিবামাত্র অতিশয় সত্বরে তথায় উপস্থিত হইল। পরে অনেক অনুসন্ধানের পর, সেই সুশীলা মহিলার সিন্দুক উদ্‌ঘাটন করাতে, তন্মধ্যে ঐ সকল বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারাবরুদ্ধ করিল। তৎকালে ঐ দুঃখিনী কামিনীর অশ্রুধারাই কেবল প্রত্যুত্তর হইল। কেহ তাহাকে এই ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিত, আমি নিরপরাধিনী, কিছুই জানি না। ফলতঃ তৎকালে বিচারপতিদিগের বিচার বিষয়ে অত্যন্ত শৈথিল্য ছিল, সুতরাং তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার না করিয়া, তাঁহারা তাহাকে ফাঁসি দিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঘাতকেরা তাহাকে বধমঞ্চের নিকটে লইয়া গেল। কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতি ফাঁসি দিবার অনুজ্ঞা প্রদত্ত হয়, সে সে কর্ম্মে অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত শৃঙ্খলাপূর্ব্বক সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে নাই; অর্থাৎ ফাঁসি দিয়া তাহার জীবনাপগম না হইতেই তাহাকে অবতরণ করিয়াছিল। পরে এক জন অস্ত্রবৈদ্য সেই শব ক্রয়পূর্ব্বক লইয়া গিয়া সায়ংকালে তাহা ছেদনের উদ্যোগ করিলেন। এমন সময়ে তিনি উহাকে জীবিত লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ হস্তহইতে ছুরিকা দূরীকরণপূর্ব্বক তাহাকে সযত্নে শয্যায় শয়ন করাইয়া পুনর্জ্জীবিত করিলেন। অনন্তর; অস্ত্রভিষক্ আপনার নৈপুণ্যের প্রমাণার্থ এবং এই আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয়ে কোন পরামর্শ করণাভিপ্রায়ে, আলাপী অথচ

বিজ্ঞ ও বহুদর্শী এক জন পাদরিকে আহ্বান করিলেন। তদনন্তর, ঐ দুর্ভগা ললনা চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক দেখিল, যে এক পরিচিত পাদরী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন। ইহাতে স্বীয় মরণাবস্থা জন্মান্তর বোধ করিয়া, সভয়চিত্তে করপুটে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হে স্বর্গীয় পিতঃ! আপনি আমাকে নিরপরাধিনী জানিয়া কৃপা করুন। এই রূপ জ্ঞান-শূন্যাবস্থায় বারম্বার বিলাপ করিতে করিতে, পরে চৈতন্যোদয়ে জানিল, সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় নাই।

ঐ নিরপরাধিনী রমণী ধর্ম্ম যাজককে সর্ব্বশক্তিমান্ বিচারকর্ত্তা জ্ঞানে তৎসন্নিধানে যে সকল আক্ষেপোক্তি করিয়াছিল, তদপেক্ষা আর দুঃখজনক বাক্য বিনিঃসৃত হইতে পারে না। এই বিষয়টী চিত্রকরগণের চিত্ররেখার,—বিশ্বজ্ঞানিদিগের প্রসঙ্গের,—ও বিচারপতিদিগের উপদেশের স্থল স্বরূপ হইয়া রহিল। উক্ত নির্দ্দোষা যোষা পুনর্ব্বার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, সেই রজনীতেই ঐ অস্ত্রবৈদ্যের বাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরবর্ত্তি এক পল্লী গ্রামে প্রচ্ছন্নভাবে রহিল। কিন্তু যে দুষ্ট তাহার এই দুঃখের মূলীভূত, সে কিছুই দণ্ড প্রাপ্ত না হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

নিগ্রো ভিক্ষুকের বিষয়।

জামেকা উপদ্বীপস্থ এক রমণীর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুনের এক পত্রের সংক্ষেপ বিবরণ।

কিয়দ্দিন গত হইল, আমার বিপদ্ সময় এরূপ এক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, যে তাহাতে আমার বাক্পথাতীত মনোবেদনা জন্মে। ঐ ব্যাপার আমি শীঘ্র বিস্মৃত হইতে পারিব না। অতএব, আমি তোমাকে তাহার বৃত্তান্ত না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

কিংষ্টন নগরের প্রান্তভাগ অবধি প্রান্তর পর্য্যন্ত যে চত্বর আছে, তথায় আমি বায়ুসেবন কালে দেখিলাম. এক জন বৃদ্ধ নিগ্রো সেই স্থানে উপবেশন করিয়া শরীরস্থ এক ক্ষত স্থানে পটি বাঁধিতেছে। সে আমার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। আমি প্রথমতঃ তাহার প্রতি কিছু মাত্র কৃপা দৃষ্টি না করিয়া তাহার নিকট হইতে গমন করিলাম। পরে ঐ দরিদ্রের দুরবস্থার ভাব আমার মনোমধ্যে উদয় হওয়াতে, আমি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তাহাকে এই বলিয়া কয়েক মুদ্রা প্রদান করিলাম, যে আমার নিকটে অত্যল্প মুদ্রা আছে; অতএব, তোমাকে অধিক দিতে পারিলাম না। কিয়দ্দিন পরে কোন কার্য্যোপলক্ষে ঐ পথে গমনকালে আমি ঐ নিগ্রোকে পুনর্ব্বার দর্শন করিলাম। তখন সে আমাকে ব্যগ্রতাপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া কিছু কথা কহিতে মানস করিল। সে কি কহিবে, তাহা শ্রবণেচ্ছুক হইয়া তাহার সমীপে উপনীত হইলে, সে সবিনয়ে কহিতে লাগিল, গত দিবস যখন আপনি আমাকে কয়েক মুদ্রা দান করেন, তখন আপনার নিকট অত্যল্প মুদ্রা থাকাতে আপনি অবশ্যই ক্লেশ পাইয়া থাকিবেন। অতএব, আপনার অর্থাভাবে আমি

অত্যন্ত শোকাকুল ছিলাম; এবং অপনাকে পুনর্ব্বার না দেখিলে আমার মনোবেদনা দূর হইত না। ইহা বলিয়া সে ২৮ ডব্লুন (মুদ্রা) পূরিত এক তোড়া বাহির করিয়া আমাকে তাহা গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিল, এবং কহিল, আমি ইহা সমুদায় ভিক্ষা দ্বারা সঞ্চয় করিয়াছি। আমি অনায়াসেই ভিক্ষা দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতে পারি, কিন্তু স্ত্রীজাতিরা ভিক্ষা করিতে পারে না। অতএব, তাহারা ধন না থাকিলে, অন্নাচ্ছাদন অভাবে নিধন প্রাপ্ত হইতে পারে। আমি ঐ দরিদ্রের বদান্যতায় চমৎকৃত হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিলাম, তোমার দুরবস্থা দূর হওয়াতেই আমি বিস্তর ধন পাইলাম; এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে তোমার এরূপ অশক্তাবস্থা দেখিয়া, তোমার প্রভু কি প্রকারে তোমাকে ভিক্ষালব্ধ আহার দ্বারা জীবন ধারণ করিতে দিয়াছেন? সে কহিল, আমি এইক্ষণে কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইয়াছি, অতএব, আমার প্রভু আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে, অথবা অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতেই আদেশ করিয়াছেন। আমি শিশুকালাবধি তাঁহার ভৃত্য ছিলাম, ও কেবল তাঁহার নিমিত্তেই কঠিন পরিশ্রম করিতে শরীরে এই সমস্ত ক্ষত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি তাহাকে আরো কিছু মুদ্রা দান করিলাম, এবং তাহা অপহৃত হইবার আশঙ্কায় ঐ বিষয় তাহাকে অপ্রকাশ রাখিতে বলিয়া, আপন আলয়ে আগমন করিলাম।

মিনা নামক সৈন্যাধ্যক্ষ।

এই সৈন্যাধ্যক্ষ স্পেন দেশের গত যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার যুদ্ধ বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতা ও সৌজন্য প্রযুক্ত তদ্দেশীয় লোকেরা তাঁহাকে যথোচিত মান্য করিত। কিন্তু কিয়ৎ কাল পরে নগরবাসিরা ঐ সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ব্যবহার করিল। ইহাতে তিনি যে স্বদেশকে যুদ্ধ করিয়া উদ্ধার করেন, সেই দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তৎকালে তিনি কেবল স্বপ্রতিপালিত একটি বালককে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করেন। ঐ বালক কাপ্তেনের অপেক্ষা নীচপদস্থ এক ফরাশিশ সৈন্যাধ্যক্ষের তনয় ছিল। ঐ ভয়ানক বিগ্রহ কালে সেই সৈন্যাধ্যক্ষ স্বীয় শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছিল।

অনন্তর, ফরাশিশ সৈন্যসকল প্রস্থান করিলে, মিনা স্বগণ সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখেন, যে ঐ বালকটি পথের পার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতে বসিয়া রোদন করিতেছে। মিনা তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে পিতৃ বিরহিত বোধ করিয়া, স্নেহবশতঃ স্বীকার করিলেন, যে তিনি তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিবেন। এই কথা বলিয়া তাহাকে গৃহে আনিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন ও বিদ্যা শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। অনন্তর, মিনা যে ফরাশিশ জাতির সহিত পূর্ব্বে সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এইক্ষণে সেই জাতির রাজধানী পারিস নগরে উক্ত বালক ও অপর চারি জন প্রধান লোক সমভিব্যাহারে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগেরই

শরণাগত হইলেন। মিনার নাম প্রকাশ মাত্রই, তিনি দেশ-
রক্ষক সৈন্যদলের এক জন আজিটন জেনেরলের অধীনে
নিযুক্ত হইলেন। পরে তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারি বালককে
যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্ব্যাপার বর্ণন করিলে, ঐ
আজিটন জেনেরল ঐ বালকের পিতার নাম জিজ্ঞাসা কর-
ণার্থ তাহাকে আপন নিকটে আহ্বান করিলেন। ঐ জেনে-
রলই তাহার পিতা, এজন্য শিশু তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র
তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, এই আমার পিতা,—
এবং তিনিও আপন পুত্রকে চিনিতে পারিয়া আনন্দসাগরে
নিমগ্ন হইলেন। ইহা দেখিয়া সভাস্থ সকলে ঐ পিতা পুত্রের
ন্যায় আহ্লাদিত হইলেন। মিনা কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন
করিয়া ফরাশিশ সৈন্যাধ্যক্ষকে আহ্লাদসাগরোত্থিত দেখিয়া
প্রফুল্লবদনে কহিতে লাগিলেন, হে মহাশয়! আপনি পিতার
কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন নাই। আপনি শত্রুমণ্ডলী মধ্যে যেরূপে
এই শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এই অব-
নীতলে এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার কেহই কখন করেন
নাই। ইহাতে সৈন্যাধ্যক্ষ যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও দুঃখিত
হইয়া অঙ্গীকার করিলেন, যে ভবিষ্যতে তিনি কদাচ আর
এরূপ ব্যবহার করিবেন না। তখন মিনা কহিলেন, এই
শিশুকে আমি আপন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছি।
আমি এক্ষণে এই বালক আপনাকে পুনর্ব্বার সমর্পণ করি-
লাম, এখন আপনি যথোপযুক্ত স্নেহ করুন। ইহা বলিয়া মিনা
ঐ বালককে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাহাতে সভাস্থ

সমস্ত লোক মিনার এইরূপ অসাধারণ পবিত্র স্বভাব দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অদ্ভুত চোর ধরা।

ইংলণ্ড দেশীয় এক জন ভদ্রলোক ফ্রান্সের সেণ্ট জর্মন নগরে স্বীয় প্রিয় কুক্কুরের সহিত এক উদ্যান দর্শন করিতে গমন করিলেন। কিন্তু উদ্যানরক্ষকেরা ঐ কুক্কুরকে তন্মধ্যে লইয়া যাইতে নিষেধ করিলে, তিনি কুক্কুরকে প্রহরিদিগের নিকটে দ্বারে রাখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ঐ রক্ষকদিগকে কহিলেন, যে আমার ঘটিকাযন্ত্র অপহৃত হইয়াছে; অতএব, কুক্কুরকে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলে, তস্কর ধৃত হইতে পারিবে। প্রধানরক্ষক সে বিষয় স্বীকার করাতে, তিনি কুক্কুরকে অপহৃত বস্তুর বিষয় ইঙ্গিতদ্বারা বুঝাইলেন, তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক সকলের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে সে এক ব্যক্তিকে ধৃত করাতে তাহার প্রভু বলিলেন, যে ইহার নিকটেই আমার ঘড়ী আছে। পরে অনুসন্ধান করাতে ঐ ব্যক্তির জেব হইতে ঐ ঘড়ী এবং আর ছয়টা ঘড়ী বাহির হইল। ইহাতে আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে ঐ কুক্কুরের এমত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা

ছিল, যে সে আপন প্রভুর ঘড়ী অন্যান্য ছয়টা হইতে বাছিয়া তাঁহার নিকট লইয়া গেল।

উৎকোচগ্রাহি বিচারপতির বিষয়।

মহারাজ মহান্ পিটর্ মস্কাও নগরস্থ এক বিদ্বান্ ব্যক্তির ব্যবস্থা বিষয়ে যশঃশ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নবগোরড্ প্রদেশের প্রধান বিচারপতির পদে অভিষিক্ত করিলেন; এবং কহিলেন, তোমার যে প্রকার ব্যবস্থানৈপুণ্য ও সাধুতা এবং অপক্ষপাতি স্বভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা হইয়াছে। অতএব, ভরসা করি, তুমি লোভরিপুকে পরাভূত রাখিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিবে।

ঐ অভিনব বিচারকর্ত্তা কিয়দ্দিবস সুচারু রূপে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। পরে কয়েক বৎসর গত হইলে এমত জনরব হইল, যে তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকেন; ও যথার্থ নিয়ম সকল পরিবর্ত্তন করিয়া অত্যন্ত অন্যায় বিচার করেন। রাজা পিটরের মনোমধ্যে এমত দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যে তিনি অতি সচ্চরিত্র সাধু সদাশয় ব্যক্তিকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, সুতরাং প্রথমে তিনি ঐ সকল জনরব কেবল মিথ্যা অপযশঃ বোধ করিলেন। পরিশেষে অনুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাত হইলেন, যে তাঁহাকে তিনি যে প্রকার সদ্বিবেচক জ্ঞান করিয়াছিলেন, তিনি তদ্রূপ নহেন, কারণ তিনি উৎকোচ গ্রহণে উন্মত্ত হইয়া অন্যায় বিচার করিতেছেন। ইহাতে সম্রাট্ সেই

বিচারপতিকে সবিশেষ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি স্বীকার করিয়া কহিলেন, যে ইহা যথার্থ বটে, আমি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া অনেক বিচারে অন্যায় অনুমতি প্রদান করিয়াছি। ইহাতে ভূপতি তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, ধর্ম্মাবতার! আমার বেতন অতি অল্প; তদ্দ্বারা আমার স্ত্রীপুত্ত্রাদির ভরণ পোষণ হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর; সুতরাং উৎকোচ গ্রহণ করিতে হয়। ইহা শুনিয়া মহীপাল কহিলেন, কত বেতন হইলে তুমি উৎকোচ গ্রহণ না করিয়া অপক্ষপাতি রূপে যথার্থ বিচার করিতে পার। তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, এক্ষণে যাহা পাইতেছি তাহার দ্বিগুণ। তৎপরে রাজা কহিলেন, ইহা হইলেই কি তুমি পক্ষপাত পরিশূন্য হইয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পার? বিচারপতি কহিলেন, হাঁ মহারাজ! তাহা হইলেই আমি নিরুদ্বেগে যথার্থ বিচার করিতে পারি। রাজা কহিলেন, তবে অদ্যাবধি তোমার অঙ্গীকারানুসারে তোমার দোষ মার্জ্জনাপূর্ব্বক কহিতেছি, যে তোমার বেতনের দ্বিগুণ দেওয়া যাইবেক। অতএব, বিচারে কদাচ পক্ষপাত করিবে না, নতুবা সমুচিত শাস্তি পাইবে। ইহাতে বিচারকর্ত্তা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক ভূপতির পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে এক বৎসরের অধিক কালপর্য্যন্ত তিনি প্রতিজ্ঞানুযায়ি বিচার করিলেন। অনন্তর, মহীপাল তাঁহার স্বভাব পরীক্ষা করিতে বিস্মৃত হওয়াতে, তিনি ঐ অবসরে পুনর্ব্বার উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক অত্যন্ত অন্যায় বিচার করিতে

লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহীপাল ইহা জ্ঞাত হইয়া পরী-ক্ষাদ্বারা তাঁহার দোষ সাব্যস্ত হইলে, তিনি এই বলিয়া তাঁহার নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন, যে তুমি আপন অঙ্গীকার ব্যতিক্রম করাতে, আমি নিজ প্রতিজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম করিব। পরে ফাঁসিদ্বারা ঐ লোভি কুপথগামি বিচারপতির প্রাণদণ্ড করিলেন।

কুক্কুরের অলৌকিক শক্তি।

অক্‌সফোর্ডশির প্রদেশের ডিচ্‌লি নামক নগরে সর্‌ হারি লী সাহেব বাস করিতেন। তিনি লিচ্‌ফিল্‌ড নগরীয় আর্ল্‌ উপাধিবিশিষ্ট মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তাঁহার একটি কুক্কুর ছিল। ঐ কুক্কুর সর্ব্বদাই অত্যন্ত সতর্কতায় নিজ প্রভুর গৃহ রক্ষা করিত, তথাচ সে কখন তাঁহার প্রিয় হয় নাই। ইহাতে নিতান্তই অনুভব হইতেছে, যে তাঁহার প্রভু মমতা প্রযুক্ত তাহাকে প্রতিপালন করিতেন না, কেবল নিজ উপকারার্থই গৃহে রাখিয়াছিলেন। একদা রজনীযোগে সর্‌ হারি লী ইটালি দেশীয় এক বিশ্বাসী প্রিয়তম ভৃত্য সঙ্গে লইয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমত সময়ে ঐ কুক্কুর তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল, কিন্তু সে পূর্ব্বে কখন এরূপ করে নাই। ঐ কুক্কুর ঐ শয়ন গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার প্রভু তৎক্ষণাৎ তাহাকে বহিষ্কৃত করিতে ঐ ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন। ভৃত্য প্রভুর

আজ্ঞানুসারে তাহাকে গৃহহইতে বহিষ্কৃত করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিলেও সে ঐ শয়নমন্দিরে প্রবিষ্ট হইবার জন্য, অত্যন্ত আগ্রহপূর্ব্বক নিজ বলদ্বারা দ্বারে নখাঘাত ও চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল। ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার তাহাকে অত্যন্ত নিগ্রহ করিয়া তাড়াইয়া দিল, তথাপি সে পুনর্ব্বার অত্যন্ত বেগে আগমন করিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য, পূর্ব্বাপেক্ষা বলপূর্ব্বক চীৎকার ও দ্বারে নখাঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে সর্ হারি লী সাহেব বারম্বার সেই কুক্কুরকে তাড়না করিয়া বিরক্ত হইয়া, অবশেষে ঐ কুক্কুর কি করে, ইহা দেখিবার মানসে ভৃত্যকে দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ভৃত্য দ্বার বিমোচন করিবামাত্র, ঐ কুক্কুর লাঙ্গূল নাড়িতে নাড়িতে, এবং প্রভুকে স্নেহাভিষিক্ত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে, গৃহমধ্যে আগমনপূর্ব্বক প্রভুর পর্য্যঙ্কের নীচে প্রবেশ করিল। ইহাতে তাহার প্রভু বিরক্ত না হইয়া তাহাকে তথায় থাকিতে দিলেন। নিশীথ সময়ে এক ব্যক্তি হঠাৎ হারি লী সাহেবের গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাতে তিনি সচকিত হইয়া উঠিলেন, এবং কুক্কুরও পর্য্যঙ্কের নিম্নভাগহইতে বহির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ক্রোধাবেশে তাহাকে দংশনপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিল। সাহেব ভীত হইয়া নিজ ভৃত্যকে আলোক আনিবার নিমিত্ত ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ কুক্কুর যাহাকে আক্রমণ করিয়া দন্তাঘাত করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ঐ ভৃত্য। সুতরাং সে অত্যন্ত কাতর হইয়া চীৎকার করিতে

লাগিল। পরে আলোক আনিলে প্রকাশ হইল, যে কুক্কুর তাঁহার সেই প্রিয়তম ভৃত্যকেই দন্তাঘাত করিয়াছে। ঐ ভৃত্যের প্রথমে এমত বোধ হয় নাই, যে কুক্কুর এরূপ আঘাত করিবে। অতএব, সে প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে, অসময়ে অকস্মাৎ গৃহপ্রবেশ করণের দোষ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল; এবং তাহার আগমনের নানা অযৌক্তিক ও অলীক কারণ প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু কুক্কুরের চীৎকার ধ্বনি, অসময়ে সে স্থানে ভৃত্যের প্রবেশ, এবং তাহার মলিন বদন ইত্যাদিদ্বারা সর্ হারি লী অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া, ঐ ব্যাপারের বিশেষ তথ্যানুসন্ধানার্থ এক বিচক্ষণ বিচারকের প্রতি ভারার্পণ করিতে মানস করিলেন। ঐ বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য মনোমধ্যে এই বিবেচনা করিল, যদি মনোগত অভি-প্রায় ব্যক্ত না করি, তবে আমার বিশেষ দণ্ড হইতে পারে; এবং ব্যক্ত করিলে ক্ষমা পাইলেও পাইতে পারি। এই রূপ সন্দিগ্ধমনা হইয়া সে অবশেষে কহিল, হে মহাশয়! আমি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আপনার প্রাণদণ্ডপূর্ব্বক ধনরত্ন সমস্ত অপহরণ করিতে মানস করিয়াছিলাম। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হই-তেছে, যে কেবল কুক্কুরের স্বভাবসিদ্ধ অলৌকিক শক্তি প্রযুক্তে তাঁহার দুষ্ট অভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে নাই। আর ইহাতে নিতান্তই অনুভব হইতেছে, যে সর্ হারি লীর প্রতি পরম-কারুণিক পরমেশ্বর সুপ্রসন্ন ছিলেন, এই নিমিত্তই ঐ পশু জাতি কুক্কুরের মনে এরূপ প্রভুভক্তি উদয় হইয়াছিল। নচেৎ কি প্রকারে সে এই ব্যাপার অবগত হইতে পারিবে,

এবং কি জন্যই বা সে চিরদিন দুঃখ সম্ভোগ করিয়াও প্রভু অপেক্ষা অধিক স্নেহকারি ভৃত্যকে দন্তদ্বারা আক্রমণ করিবে? এই ব্যাপার যে যথার্থ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এবিষয়ে সূক্ষ্ম বিবেচনা করা দুঃসাধ্য!

অপর ডিচ্‌লি দেশে সর হারি লী সাহেব ও ভৃত্য এবং কুক্কুরের এক প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার নিম্নভাগে লিখিত হইয়াছে "অনুগৃহীত অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী।" ঐ প্রতি-মূর্ত্তি উক্ত সাহেবের কৃতজ্ঞতা, ও ভৃত্যের কৃতঘ্নতা এবং কুক্কুরের প্রভুভক্তির মহাত্ম্য স্মরণার্থে নির্ম্মিত হয়।

কারাবাসির পলায়ন।

রোসেন্‌হেগেন্‌ নামক এক ব্যক্তি মনষ্টর প্রদেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রীর নিকট পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সে বলিল আমি প্রত্যক্ষ গোচর করিয়াছি, আর্ল্‌ অফ্‌ নিত্‌-স্‌ডেল্‌ নামক এক ব্যক্তি রাজাজ্ঞানুসারে ফাঁসি যাইবার পূর্ব্ব রজনীতে দুর্গহইতে পলায়ন করিয়াছে ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহাতে ঐ দুর্গের রক্ষক আপনার অসা-বধানতা ও কৃতঘ্নতা দোষাশঙ্কা বিমোচনার্থে, নৃপতিকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিতে স্বয়ং সেণ্ট জেম্‌স্‌ নামক রাজ-বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভূপাল তৎকালে কতিপয় ভদ্রসন্তানের সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, সুতরাং রক্ষককে প্রবেশানুজ্ঞা প্রাপ্ত্যর্থে কিয়ৎকাল নিতান্ত

কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। পরে প্রবেশপূর্ব্বক ক্ষিতিপতির সন্নিধানে শঙ্কিত মনে কহিলেন, মহারাজ! আমার নিকট কোন দুঃসমাচার আছে। তাহাতে মহীপতি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, নগর দগ্ধ হইতেছে না কি? না নগর মধ্যে অন্য-রূপে কোন বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে? তিনি কহিলেন না মাহরাজ! সে সকল কিছুই নয়, কেবল নিত্স্ডেলের আর্ল্ পলায়ন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ধরাপতি দয়ার্দ্র চিত্তে কহিলেন "এই বৈত নয়; বিলক্ষণ, সেতো বুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছে। বোধ করি, আমিও তদ্রূপ অবস্থায় থাকিলে সেই রূপ করিতাম। তুমি তাহার অনুসন্ধানে অধিক যত্নবান্ হইও না, আমি পারত পক্ষে কাহারো শোণিত দর্শনে অভিলাষী নহি।,,

---

সেণ্ট বর্ণার্ড পর্ব্বতের তাপসদিগের বিষয়।

সেণ্টবর্ণার্ড নামক ধর্ম্মশালার তপস্বিদিগের অতিথিসংকার এবং অপার দয়ার বিষয় অনেক কালাবধি দৃষ্টান্ত পথে দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে। তথায় প্রতি ঋতুতে সন্ন্যাসিদিগের যত্ন ও বদান্যতা গুণে অনেকানেক ব্যক্তির জীবন রক্ষা হইয়া থাকে। ঐ সংসার বিরাগিগণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে অন্যূন ৩১০৭৯ জন পান্থকে আহার প্রদান করিয়াছিলেন।

কোন তুষারাচ্ছন্ন দিবসে এক-দলবদ্ধ কতিপয় সাহসি ইংরেজ ও বিবী এই ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলে, তপস্বিরা

তাঁহাদিগকে সম্যক্ রূপে আহার প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের অশ্ব নিচয়ের আহারোপযোগি শস্য তৃণাদি নিঃশেষ হওয়াতে, তাঁহারা স্ব স্ব আহারের রুটি পর্য্যন্তও তাহাদিগকে ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। পরন্তু তখন সেই স্থানে অতিশয় বরফ পতিত হওয়াতে, তদুপরি অশ্বদিগের অবস্থান করা দুষ্কর হইয়াছিল। অতএব, ঐ ইংরেজেরা কি প্রকারে অশ্ব সকলকে লইয়া যাইবেন, ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন।

পরে ঐ দয়াশীল বুদ্ধিমান্ তাপসেরা সদ্যোমন্ত্রণা পূর্ব্বক ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে বহির্গত হইয়া, অশ্ব সকলের সম্মুখে অনবরত কম্বল বিস্তার করিয়া, সাহেব বিবী ও অশ্ব সকলকে নিরাপদে পর্ব্বতহইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিলেন। তপস্বিদিগের দয়ার কার্য্যে সহায়তা করণার্থে যে সকল কুক্কুর প্রতিপালিত হয়, তাহারা যে নিরতিশয় বুদ্ধিমান্ ও বিশ্বাসি, ইহা অনেক কালাবধি প্রসিদ্ধ আছে। বৃদ্ধ অথচ কার্য্যকুশল কুক্কুর সকল অধুনা তুষারের চাপ-পতন দ্বারা মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তিন কিম্বা চারিটা কার্য্যদক্ষ কুক্কুর অদ্যাবধি ধর্ম্মশালায় জীবিত আছে। অপিচ যে সকল ক্ষমতাপন্ন কুক্কুর প্রসিদ্ধ ছিল, তন্মধ্যে কেবল বেরি নামক এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট কুক্কুর বর্ত্তমান থাকে। ঐ শ্বা দ্বাদশ বৎসর অতিথিশালায় দয়ার কার্য্যে সহায়তা করিয়া ৪০ জন ব্যক্তির জীবন রক্ষা করে। বিশেষতঃ ঐ কুক্কুর স্বীয় কার্য্য সাধনে এমন অনুরাগী ছিল, যে যখন পর্ব্বত কুজ্ঝটিকা এবং তুষারদ্বারা আচ্ছন্ন হইত, তখনি

দিক্‌ভ্রান্ত পথিকদিগকে অনুসন্ধান করণার্থে বহির্গত হইত। আর যতক্ষণ ক্লান্ত না হইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অতি বেগে গমনাগমন করিত। যদি নিতান্ত ক্লান্তি প্রযুক্ত কোন পর্য্যাটককে বরফরাশিহইতে উত্তোলন করিতে অক্ষম হইত, তবে তাপস দিগকে সেই সংবাদ দিবার জন্য ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

একদা এই পরোপকারি কুক্কুর, ড্রোনাজস্থ সেতু ও বালসোরা নামক স্থানের বরফশালার মধ্যবর্ত্তি স্থানে হিমাঙ্গ অবস্থায় পতিত এক শিশুকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার গাত্র জিহ্বাদ্বারা চাটিতে লাগিল। তাহাতে সেই সন্তান ঈষদুষ্ণ শরীর হইয়া চৈতন্য পাইলে, ঐ কুক্কুর তাহাকে স্বীয় শরীর অবলম্বন করিতে দিল। ইহাতে বালক তাহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিলে পর, কুক্কুর পরমানন্দে তাহাকে অতিথিশালায় লইয়া গেল। যখন সে বার্দ্ধক্য দশা প্রযুক্ত অতিশয় শক্তিহীন হইয়াছিল, তখন ধর্ম্মশালার প্রধান অধ্যক্ষ পুরস্কার স্বরূপে তাহাকে বৃত্তিভোগি করিয়া বারণি নগরে রাখিয়াছিলেন। অনন্তর, ঐ কুক্কুরের মৃত্যু হইলে, তাহার চর্ম্ম কোন দ্রব্য সংযোগ করিয়া, উক্ত নগরের অদ্ভুত-বস্তুসংগ্রহ-মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছিল। উক্ত কুক্কুর পর্ব্বত মধ্যে দুরবস্থাপন্ন পর্য্যাটকদিগকে চৈতন্য সম্পাদনোপযোগি ঔষধ যে শিশি করিয়া লইয়া যাইত, তাহা অদ্যাবধি তাহার গলদেশে আবদ্ধ আছে।

স্ত্রীর দয়া ।

যখন পার্ক সাহেব নাইজর নদীর পারে তত্রস্থ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায়ে উপস্থিত হইলেন তখন উক্ত দেশাধিপতিকে কেহ অবগত করিল, জনৈক শ্বেত পুরুষ মহারাজের দর্শনেচ্ছায় আগমন করিয়াছে। রাজা এই সমাচার শ্রবণ করিবা মাত্র, এক জন দূতকে এই কথা বলিয়া প্রেরণ করিলেন, যে উক্ত আগন্তুককে কহ, সে আপনার আগমনের বিশেষ কারণ প্রকাশ না করিলে, সহসা রাজদর্শনে অধিকারী হইবে না। অধিকন্তু আমার আদেশ ব্যতীত যেন নদীও, পার না হয়। এই দৌত্য কর্ম্মে উক্ত দেশীয় জনৈক প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন। তিনি পার্ক সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, সমুদায় সংবাদ অবগত করিলেন; এবং সে দিবসের জন্য তাঁহাকে কোন নিকটস্থ নগরে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, আমি আগামি কল্য পূর্ব্বাহ্নে আপনাকে ইহার সৎপরামর্শ প্রদান করিব।

অনন্তর, পার্ক সাহেব তাঁহার উপদেশানুসারে নিকটস্থ এক নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে তত্রস্থ সকল দ্বারই অবরুদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল-চিত্তে কোন তরুতলে উপবেশন করিয়া তথায় অনাহারে সমস্ত দিন যাপন করিলেন। অনন্তর, অপরাহ্নে যখন তিনি স্বকীয় ঘোটকের বন্ধন মোচন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগি-

লেন, যে এই ঘোরতর রজনীতে কিরূপে একাকী কালহরণ করিব। এমত সময়ে এক প্রাচীনা স্ত্রীলোক স্বীয় কর্ম্ম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহাকে ঈদৃশী দুরবস্থায় পতিত দর্শনে দণ্ডায়মানা হইয়া দারুণ দুঃখিতান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিল, বৎস! কেন তোমার এমত দুরবস্থা ঘটিয়াছে? ইহা শুনিয়া পার্ক সাহেব নিজ দুঃখের সমুদায় বৃত্তান্ত তাহাকে অবগত করিলেন। তাহাতে সেই নারী তৎক্ষণাৎ তাঁহার অশ্বের পৃষ্ঠাসন ও বল্‌গা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আপন ভবনে আগমন করিতে অনুরোধ করিল।

এই রূপে উভয়েই সেই আশ্রমে উপনীত হইলে পরে, বৃদ্ধা প্রদীপ জ্বালিয়া আপন আহারীয় দ্রব্যহইতে কিয়দংশ তাঁহাকে ভোজন করিতে দিল। তদনন্তর, একটি মাদুর বিস্তীর্ণ করিয়া বলিল, যদবধি প্রভাত না হয়, তদবধি ইহাতে বিশ্রাম কর। পরে ঐ প্রাচীনা তাঁহার পরিচর্য্যা কার্য্য সমস্ত সমাপন করিয়া অন্য কয়েক জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সূতা কাটিতে লাগিল। এইরূপে সে প্রতিদিন রাত্রির অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিত; এবং শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে অতি সুললিত মধুর স্বরে গান করিত। ঐ রাত্রে সেইরূপ গীত গাইতে গাইতে ঐ সাহেবের প্রসঙ্গে যে এক গীত গাইল, তাহার মর্ম্ম এই:—

"প্রবল সমীর সঞ্চালন ও মুষল ধারায় বারি বর্ষণ হওয়াতে এক জন দীন হীন শ্বেত পুরুষ অস্মদাদির তরুতলে উপবেশন করিয়াছিলেন। এস্থলে তাঁহার জননী নাই, যে তাঁহাকে স্নেহ

করে, এবং ভার্য্যা নাই যে আহার দেয়। অতএব, ইহার প্রতি স্নেহ করা আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য।,,

---

অপত্যের বিপদুদ্ধার।

গ্রামপিয়ন্ নামক পর্ব্বতকন্দরে এক মেষপালক বাস করিত। সে এক দিন তিন বৎসর বয়স্ক একটি শিশু সন্তান সঙ্গে লইয়া মেষপালচারণে গমন করিয়াছিল। হাইলণ্ড নিবাসি লোকেরা স্থানান্তর যাত্রা কালে প্রায় অপত্য সহ গমন করিয়া থাকে; কেননা, তদ্দ্বারা সন্তানেরা ক্রমে ক্রমে তদ্দেশস্থ শীতল বায়ু অনায়াসেই সহ্য করিতে সক্ষম হইবে। মেষপালক সেই শিশু ও একটি কুক্কুর সঙ্গে করিয়া গোষ্ঠ মধ্যে কিয়ৎকাল মেষচারণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দূরস্থ এক পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতে মানস করিল; কারণ তথাহইতে নিম্নস্থ প্রান্তর বিস্তীর্ণ রূপে দৃষ্টি-গোচর হইবে; এমতে এক স্থানে বসিয়া অনায়াসেই সকল মেষকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু শিশুর পক্ষে ঐ শৃঙ্গ আরোহণ করা অত্যন্ত দুষ্কর। ইহা ভাবিয়া সে তাহাকে বলিল, যতক্ষণ আমি ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তুই এই স্থানে চুপ করিয়া থাক্, কোথাও যাস্ না। ইহা বলিয়া সে তদুপরি আরোহণ করিল। কিন্তু সে শৃঙ্গের উপরিভাগে উত্তীর্ণ না হইতেই চতুর্দ্দিক্ গাঢ় কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ ঘোর অন্ধকারময় হইয়া উঠিল, যে তাহাতে সে তখনি ব্যাকুল চিত্ত হইয়া সেই শিশুর অন্বেষণে শৃঙ্গহইতে অবতীর্ণ হইতে

লাগিল। ফলতঃ অত্যন্ত অন্ধকার হওয়াতে সে নিতান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত হইল; সুতরাং যথায় বালক আছে, সেই স্থানে উত্তীর্ণ না হইয়া ইতস্ততঃ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বৃথা অন্বেষণ করিতে লাগিল। পরিশেষে দেখিল, সে পর্ব্বত কন্দরস্থ আপন পর্ণকুটীরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে মেষপালক পরম স্নেহাস্পদ সন্তান ও স্বীয় আজ্ঞাবহ বিশ্বাসি কুক্কুরের অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া, সেই রজনীতেই তাহাদিগকে পুনরায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। পরে অত্যন্ত আয়াসের পর তাহাদিগের অনুসন্ধান না পাইয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে পুনরায় গৃহে আগমন করিল। পর দিবস প্রত্যূষে মেষপাল কতক গুলিন প্রতিবাসি সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার তাহাদের অন্বেষণে গমন করিল। কিন্তু সমস্ত দিবস নিরন্তর পরিশ্রমপূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিয়াও অনুসন্ধান পাইল না; সুতরাং দিবসাবসান সময়ে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। গৃহে উপনীত হইয়া দেখিল, পূর্ব্বদিন যে কুক্কুর হারাইয়াছিল, সে এক খান রুটি লইয়া ঝটিতি গৃহহইতে বহির্গত হইয়া গেল। রাখাল প্রত্যহই এই রূপে সমস্ত দিবস স্বীয় সন্তানের অন্বেষণের পর, নিরাশ হইয়া অপরাহ্ণে স্বস্থানে প্রস্থান করিত; এবং দেখিত, ঐ কুক্কুর প্রত্যহ সেই সময়ে কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ প্রাপ্য আহারীয় রুটি লইয়া বহির্গত হইয়া যাইত। ইহাতে রাখাল অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত এক দিন গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করিল; এবং যখন ঐ কুক্কুর রুটি লইয়া প্রস্থান করে, তখন সে তাহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। পরে যে স্থানে রাখাল স্বীয় সন্তানকে রাখিয়াছিল, সেই স্থানের কিঞ্চিদ্দূরে একটা নির্ঝরের নিকট ঐ কুক্কুর গেল। তথায় এমত এক গভীর গহ্বর আছে, যে যখন পর্য্যাটকেরা গ্রামপিয়ন্ পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করে, তখন তাহারা ঐ গহ্বর দৃষ্টি করিয়া সতত সভয়ে কম্পিত কলেবর ও বিস্ময়াপন্ন হয়। ঐ ভয়ঙ্কর গহ্বরের প্রবেশদ্বার প্রায় জলের স্রোতের সহিত মিলিত ছিল, কুক্কুর তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে, রাখালও অত্যন্ত কষ্টসৃষ্টে তাহার ভিতরে গেল, এবং দেখিল, যে সেই কুক্কুর সেই রুটি তাহার শিশু সন্তানের করে প্রদানপূর্ব্বক তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে; এবং বালক অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে তাহা আহার করিতেছে। তখন রাখাল আহ্লাদে গদগদ হইয়া ভাবিল, বুঝি বালক সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়া থাকিবে; এবং কুক্কুরও কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক গন্ধদ্বারা উক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, আপন প্রাত্যহিক আহার দ্রব্য লইয়া, ঐ বালককে প্রদানপূর্ব্বক তাহার প্রাণরক্ষা করিতেছে। ফলতঃ ঐ কুক্কুর অহর্নিশ ঐ বালকের নিকটে অবস্থিতি করিত কেবল আহার দ্রব্য আহরণার্থ অত্যল্প কালের নিমিত্ত বহির্দ্দেশে গমন করিয়া ত্বরায় তাহার নিকটে পুনরাগমন করিত।

যুবরাজ হেনরি এবং উলিয়ম গ্যাস্কইন নামক প্রধান বিচারপতির বিষয়।

যখন ইংলণ্ড দেশের মহীপাল পঞ্চম হেনরি ওএল্‌স্ প্রদেশের যুবরাজ ছিলেন, তখন তাঁহার এক জন প্রিয় ভৃত্য কোন বিষয়ে অপরাধী হইয়াও আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণার্থ অনেক চেষ্টা করিল, তথাপি সে দোষী সপ্রমাণ হইয়া দণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। যুবরাজ বিচারের এই নিষ্পত্তি দেখিয়া এমত ক্রোধান্বিত হইলেন, যে আপন পদ ও বিচারের যথার্থ সম্ভ্রম বিস্মৃত হইয়া বলপূর্ব্বক বিচারালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, আপন ভৃত্যকে বন্ধনহইতে মুক্ত করিতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর, বিচারাধ্যক্ষ গ্যাস্কইন তাঁহাকে নম্রতা পূর্ব্বক পূর্ব্বকালের বিধানাদির বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, যদি ঐ দোষিকে কঠিন দণ্ডহইতে মুক্ত করিতে আপনার নিতান্তই বাসনা হইয়া থাকে, তবে আপনি আপন জনক অধিরাজের নিকটে এই বিষয়ের নিমিত্তে প্রার্থনা করুন, তাহাতে আপনার সম্ভ্রমের কোন হানি নাই। যুবরাজ এই সুযুক্তিতেও ক্ষান্ত হইলেন না; বরং ত্বরায় আপন ভৃত্যের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া শান্তি রক্ষকদিগের হস্তহইতে বলপূর্ব্বক তাহাকে মুক্ত করণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ঐ বিচারাধ্যক্ষ আপন আজ্ঞার প্রতি তাঁহার এই প্রকার তাচ্ছীল্য দেখিয়া, স্বীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সাধনার্থে ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক, ঐ দোষি ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া বিচারা-

লয়হইতে স্থানান্তর হইতে তাঁহাকে আদেশ করিলেন। ইহাতে যুবরাজ হেনরি ক্রোধান্ধ হইয়া বিচারাসনের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহাতে সকলেরি এমত বোধ হইল, যে তিনি বিচারকর্ত্তার প্রতি কোন অত্যাচার করিবার মানসে সেই স্থানের সমীপবর্ত্তী হইতেছেন কিন্তু তিনি বিচারপতির দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্যের প্রভাব দর্শনে ভীত হইয়া তথায় গমনে বিরত হইলেন। তখন বিচারপতি তাঁহাকে সসম্ভ্রমে নিবেদন করিলেন, যুবরাজ! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে আমি মহারাজের প্রতিনিধিস্বরূপে বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। তিনি আপনার জনক এবং রাজ্যেশ্বর প্রভু, এজন্য তাঁহার নিকট আপনি দুই অর্থেই বাধ্য আছেন। অতএব, তাঁহার নাম স্মরণ পূর্ব্বক আপনকার নিকট বিনীত-ভাবে নিবেদন করিতেছি, আপনি রাজাজ্ঞা লংঘন এবং অন্যায়াচারণ হইতে বিরত হউন। তাহা হইলে কালক্রমে আপনি যে সকল প্রজা পুঞ্জের অধীশ্বর হইবেন, এই সময়া-বধি তাহাদিগকে সদাচারী হইতে আপনকার শিক্ষা দেওয়া হইবেক। আপাততঃ আমি আপনকার তাচ্ছীল্য ও অন্যায়া-চরণের নিমিত্ত আপনাকে কিংস্ বেঞ্চের কারাগারে বদ্ধ রাখিতে অনুমতি করিলাম। যদবধি আপনার জনক মহা-রাজের কৃপাদৃষ্টি না হয়, তাবৎ আপনাকে সে স্থানে বদ্ধ থাকিতে হইবেক। যুবরাজ যে স্বদেশের প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে বিচারপতির এই উপদেশে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে, তিনি রাজকর্ম্মচারি-

দিগের দ্বারা অল্পে অল্পে কারাগারে আনীত হইলেও তাহাদিগের প্রতি কোন বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলেন না। তাঁহার পিতা মহারাজ চতুর্থ হেনরি এই সকল ব্যাপার শ্রবণ মাত্রেই পরমাহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, আহা! আমি কি ভাগ্যবান্! যে আমার রাজ্যে এমন সদ্বিচারক আছেন, যিনি স্বদেশের ব্যবস্থানুসারে পক্ষপাত-পরিশূন্য হইয়া অকুতোভয়ে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। বিশেষতঃ আমার আরো শুভাদৃষ্টের বিষয় এই, যে আমার পুত্র উক্ত বিচারপতির প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়াও পরে নম্রতাপূর্ব্বক তদনুজ্ঞাত দণ্ড স্বীকার করিয়াছে। অনন্তর, ঐ যুবরাজ মহারাজের সমীপে সমাগমনপূর্ব্বক কহিলেন, আমি অদ্যাবধি সর্ব্বদা প্রধান বিচারপতিকে তাঁহার পদের উপযুক্ত সম্মান করিব এবং আমার এমত বাসনা, যে আমাদিগের সকল বিচারকর্ত্তারাই তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত দোষি ব্যক্তিকেও দণ্ড দিতে সাহসি হয়েন।

মল্টার্জ্জিসের কুক্কুর।

ফ্রান্স্ দেশের মল্টার্জ্জিস দুর্গের মধ্যস্থ এক সুরম্য প্রাসাদে ইংলণ্ডদেশের এক অসাধারণ প্রভুভক্ত বুদ্ধিমান্ কুক্কুরের প্রস্তরময় কীর্ত্তিস্তম্ভ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। তাহাতে ঐ কুক্কুর একজন বীরবর যোদ্ধার সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, এরূপ প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহার বিবরণ এই। অব্রি, ডি, মণ্ডিডাইয়ের নামক একজন সংকুলোদ্ভব এবং

ধনশালী ব্যক্তি, একদা তাঁহার একটি বিলাতি কুক্কুর সমভি-ব্যাহারে লইয়া একাকী বণ্ডী নামক অরণ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে তাঁহার এক জন শত্রু তাঁহাকে হত্যা করিয়া এক বৃক্ষমূলে পুতিয়া রাখিল। তাহাতে সেই কুক্কুর শোকানলে দগ্ধ হইয়া অনেক দিবস পর্য্যন্ত ঐ স্থানে প্রহরী হইয়া রহিল। কিন্তু যখন ক্ষুধাতে অত্যন্ত কাতর হইল, তখন পেরিস নগরে ঐ হতভাগ্য প্রভুর এক জন পরমাত্মীয় বন্ধুর ভবনে আগমন পূর্ব্বক, আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সেই রবদ্বারা সকলেরি এমত বোধ হইল, যেন তাহার অত্যন্ত বিপদ্ সংঘটন হইয়াছে। পরে সে বার-ম্বার দৌড়িয়া দৌড়িয়া দ্বারের নিকটে যাইতে লাগিল, এবং মুখ ফিরিয়া ফিরিয়া পশ্চাৎ ভাগে চাহিতে লাগিল; তাহাতে বোধ হইল, যেন কোন লোক সঙ্গে আসিতেছে কি না, সে অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে তাহারি অপেক্ষা করিতেছে। অনন্তর, সে স্বীয় প্রভুর মিত্রের নিকট পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া, অত্যন্ত ব্যাগ্রচিত্তে তাঁহার অঙ্গরাখার হাতা ধরিয়া টানিতে লাগিল। এই রূপে আকার ইঙ্গিতদ্বারা তাঁহাকে তাহার সহিত যাইতে অনুরোধ করিল।

ঐ কুক্কুরের এইরূপ অসম্ভাবিত ব্যাবহারে, এবং যে সর্ব্বদাই প্রভুর সঙ্গ ব্যতীত কখন একাকী আসিত না, তাহাকে একাকী দেখিয়া, তত্রস্থ সকলেরি অন্তঃকরণে কৌতূহল উপস্থিত হও-য়াতে, তাঁহারা উহার পশ্চাৎ চলিলেন। সে তাঁহাদিগকে ঐ বৃক্ষতলে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ

করিতে লাগিল; এবং ত্বরায় থাবাদ্বারা ঐ স্থান আঁচাড়িয়া তাঁহাদিগকে তথায় তত্ত্ব করিতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে তাঁহারা ঐ স্থান খনন করিলে, ঐ হতভাগ্য অব্রির মৃত দেহ প্রাপ্ত হওয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে ঐ কুক্কুর দৈববশতঃ তাহার প্রভুহন্তাকে দেখিবা মাত্রেই তৎক্ষণাৎ তাহার কণ্ঠ ধরিল। তাহাতে সেই ব্যক্তি অনেক কষ্টে তাহার হস্তহইতে পরিত্রাণ পাইল পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ি মহাশয়েরা শিবালিয়র মেকারি বলিয়া তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ফলতঃ যখন ঐ ব্যক্তি ঐ কুক্কুরের দৃষ্টিপথে পতিত হইত, সে তৎক্ষণাৎ সক্রোধে তাহাকে আক্রমণ করিত। মেকারির প্রতি ঐ কুক্কুরের এইরূপ বিজাতীয় দ্বেষ দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইত। ইহাতে ঐ কুক্কুরের অসাধারণ প্রভুভক্তি এবং অব্রি, ডি, মণ্ডিডাইয়েরের প্রতি যে মেকারির বিদ্বেষ ছিল, তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল; সুতরাং সকলেরি মেকারির প্রতি সংশয় জন্মিল।

অনন্তর, এই অদ্ভুত ব্যাপার মহারাজ অষ্টম লুইসের কর্ণগোচর হইলে তিনি ঐ কুক্কুরকে আনাইলেন। প্রথমে কুক্কুর অত্যন্ত শান্ত ছিল পরে তথায় উপস্থিত অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে মেকারিকে দেখিতে পাইবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সক্রোধে তাহাকে আক্রমণ করিল।

মেকারি যে মণ্ডিডাইয়েরকে হত্যা করিয়াছে, ঐ কুক্কুরের

ব্যবহারদ্বারা তাহার সূক্ষ্ম প্রমাণ পাইয়া মহারাজ চমৎকৃত হইলেন; এবং ঐ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধ দ্বারা ঐ কুক্কুরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অনুমতি করিলেন। নতরডেম নামক এক জনশূন্য উপদ্বীপ মধ্যে ঐ যুদ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

মেকারি সমরের সাহায্যের নিমিত্ত একটি গদা মাত্র প্রাপ্ত হইল; এবং কুক্কুর যুদ্ধের শ্রান্তিদূর করিবার জন্য বসিবার নিমিত্তে একটা জলহীন পিপা পাইল। অনন্তর, রণক্ষেত্রে ঐ কুক্কুর তাহার শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হইবা মাত্রই, অত্যন্ত তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিকে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন মেকারি তাহাকে অনেক আঘাত করিল, কিন্তু সে সমস্তই তুচ্ছ করিল। পরে কৌশলক্রমে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার টুঁটি ধরিয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিল; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহাকে রাজা এবং সভাসদগণের সমক্ষে আনিল। ইহাতে মেকারি অত্যন্ত যাতনা প্রযুক্ত নিজ দোষ ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইল। তাহাতে ঐ নতরডেম উপদ্বীপে এক মঞ্চের উপরিভাগে রাজাজ্ঞানুসারে তাহার মস্তকচ্ছেদ হইল।

উপরি উক্ত প্রস্তাব "মিময়র্সের সর্ লে ডয়েল্স" নামক গ্রন্থকর্ত্তার গ্রন্থহইতে অনুবাদিত হয়। এই বিবরণ অনেক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ "জুলিয়স স্কেলিজর" এবং "মণ্টফকন" নামক গ্রন্থকার মহাশয়েরা ঐ কুক্কুর এবং মেকারি, এই উভয়েরি রণক্ষেত্রের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি সহকারে সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন।

অসম্ভব চাতুরী।

১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্‌স দেশস্থ রিউ নগরের এক ব্যক্তির নামে দণ্ডনায়কের সমক্ষে, বারত্রাঁ দিরুই নাম্নী এক নারী নিম্ন লিখিত আশ্চর্য্য ব্যাপারের অভিযোগ করিয়াছিল। আমি অল্প বয়সে মারটিনগিউর্‌ নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া, তাঁহার সহিত প্রায় দশ বৎসর কাল যাপন করি। পরে তিনি আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যে কোন্‌ স্থানে গিয়াছেন, তাহার নিরূপণ হয় নাই। এই প্রকারে অষ্ট বৎসর গত হইলে, তাঁহার সাদৃশ্য ভাবাপন্ন অপর এক ব্যক্তি আমাদিগের ভবনে আইলে, তাহার অবয়ব, শরীরের প্রাশস্ত্য ও বর্ণ দর্শনে তাহাকে আমার প্রকৃত স্বামি জ্ঞান হইল। সুতরাং তাহার সহবাসে তিন বৎসর নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করাতে তাহার ঔরসে আমার দুই সন্তান জন্মিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে অবগত হইলাম, ঐ ব্যক্তি আমার স্বামী নহে, ও তাহার নাম মারটিন গিউরও নহে। সে সেগিয়ন দেশীয় আর্ণাড্‌ ডুটিল নামক এক ব্যক্তি, কিন্তু তাহাকে লোকে সেন্‌সিট বলিয়া ডাকিয়া থাকে। সেই ব্যক্তিই ছদ্মবেশী স্বামী হইয়া ছলনা পূর্ব্বক কেবল আমার স্ত্রীধনাধিকারী হইয়াছে এমত নহে, আরো আমার পতি মারটিন গিউরের তাবৎ বিভব পর্য্যন্তও হস্তগত করিয়াছে। পরে ঐ প্রতিবাদী আর্ণাড ডুটিল এই অভিযোগে উত্তর করিল, আমার স্ত্রী ও জ্ঞাতিবর্গ তাবতে শত্রুতাপূর্ব্বক

আমাকে দূরীভূত করণাভিপ্রায়েই এইরূপ কুমন্ত্রণা করিয়াছে। যদি আমি বাস্তব সেই মারটিন গিউরই নহি, তবে আমি কে? সে আরো কহিল, আমার নাম চিরকাল অর্থাৎ যত দূর আমার স্মরণ হয়, মারটিন গিউরই শুনিয়া আসিতেছি। আর আমিই বাল্যাবস্থায় উক্ত বাদিনী বারত্রাঁদিরুইকে বিবাহ করিয়া তদবধি উহার সহিত ক্রমাগত বাস করিয়াছিলাম। অধিকন্তু, আমি বিদেশহইতে সমাগত হইলে কেবল ইনিই যে অতি প্রিয়া সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় আমাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন এমত নহে, আমার পরিবারের সকলেই, বিশেষতঃ আমার চারি ভগিনী আমাকে বহু কালের পর প্রাপ্ত হইয়া, নিশ্চয় মারটিন গিউর জ্ঞানে অত্যন্ত আগ্রহ ও উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিচারকর্ত্তা উভয় পক্ষকে প্রথমে পৃথক পৃথক্ করিয়া, পরে একত্রে সমক্ষে আনয়ন পূর্ব্বক পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও অনুসন্ধানদ্বারা বুঝিলেন, যে প্রতিবাদী যেরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছে, তাহাতে মারটিন গিউরের অতি গোপনীয় বিষয় সমস্তও স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং সকলকেই অবশ্যই স্বীকার পূর্ব্বক বিশ্বাস করিতে হইল, যে এবম্প্রকার বিষয় সমস্ত অবিকল প্রকাশ করা, মারটিন গিউর ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য নহে।

অনন্তর, ইহা সপ্রমাণার্থ প্রায় সার্দ্ধ শত ব্যক্তি সাক্ষি স্বরূপে আনীত হইলে, তন্মধ্যে চারি ভগিনী সমেত প্রায় ত্রিশ বা চল্লিশ ব্যক্তি শপথ করিয়া বলিল, যে ইনিই যথার্থ

মারটিন গিউর। ইহাঁকে আমরা বিশিষ্ট রূপে অবগত আছি। আমরা ইহাঁর সহিত বাল্যাবস্থাবধি একত্রে বাস করিয়াছি, এবং ইহাঁর আকৃতি প্রকৃতি ও স্বরের ভঙ্গী প্রভৃতি বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছি। আরো ইহাঁর গাত্রে কয়েএকটি চিহ্ন ছিল, যাহা কালক্রমে অদ্যাবধিও লুপ্ত হয় নাই। তাহা অবলোকনে আমরা স্থির করিয়াছি, যে ইনিই মারটিন গিউর, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য দিকে আবার বহু সংখ্যক লোক শপথ করিয়া, তাহার বিপক্ষে এই রূপ সাক্ষ্য দিল, যে উক্ত আরোপিত সাক্ষি সকল যে প্রমাণে ইহাকে মারটিন গিউর বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছে, তাহা-দিগের ন্যায় আমরাও ইহার সহিত বহুকাল একত্র আত্মীয় ভাবে কাল যাপন করিয়াছিলাম। ইহাতে আমরা নিশ্চয় জানি, এ সেই আর্ণাড ডুটিল, লোকে ইহাকে সচরাচর সেন্‌সিট বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে,—অন্য কেহ নহে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য সাক্ষি সকল কহিল, উল্লিখিত উভয় ব্যক্তির অবয়ব এপ্রকার তুল্য, যে এব্যক্তি যথার্থ মারটিন গিউর কি আর্ণাড ডুটিল, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য।

অবশেষে বিচারকর্ত্তা এই সকল বিষয় মনোমধ্যে বিশেষ-রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে এ ব্যক্তি যথার্থ মারটিন গিউর নহে, আর্ণাড ডুটিলই হইবেক। এই স্থির করিয়া উহাকে ঘোর প্রতারক বলিয়া উহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন।

তৎপরে ঐ প্রতিবাদী এই মীমাংসায় অসন্তুষ্ট হইয়া,

তুলুস নগরীয় পার্লিমেন্ট নামক রাজসভায় ইহার পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিল। তাহাতে এই অনুজ্ঞা হইল, যে ইহার নিগূঢ় তথ্যানুসন্ধানপূর্ব্বক পুনরায় বিচার করা যাইবেক; এবং সেই বিচারে নূতন সাক্ষী ভিন্ন পুরাতন কোন সাক্ষী গ্রাহ্য হইবে না। ইহাতে, মনোনীত ত্রিংশৎ জন নূতন সাক্ষীর মধ্যে শুদ্ধ নয় বা দশ জন মাত্র, উক্ত প্রতারকের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিল; আর প্রায় সাত কিম্বা আট জন মাত্র তাহাকে আর্ণাড ডুটিল বলিয়া সপ্রমাণ করিল; তদ্ভিন্ন অপর সাক্ষিগণ ইহার বিশেষ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ধর্ম্ম-ভয় প্রযুক্ত স্পষ্টই প্রকাশ করিল, যে ইনি আরোপিত কি প্রকৃত মারটিন গিউর, তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাতে সত্যতা সপ্রমাণ না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গোলযোগই উপস্থিত হইল।

সাক্ষিগণের মধ্যে যাহারা নিশ্চয় রূপে ইনি মারটিন গিউর নহেন বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, তন্মধ্যে এক জন পাদুকাকার ছিল। সে এই রূপ কহিল, যে আমি মারটিন গিউরের নিমিত্ত ১২ গিরা পরিমিত পাদুকা প্রস্তুত করিতাম, কিন্তু ইঁহার চরণ ৮ গিরা পরিমিত মাত্র দেখিতেছি। অপর ঐ পক্ষের আর এক ব্যক্তি কহিল, যে মারটিন গিউর মল্লযুদ্ধে অতিশয় নিপুণ ছিলেন, কিন্তু সে গুণ এ ব্যক্তিতে দেখি না।

প্রতিবাদির স্বপক্ষে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছিল, তন্মধ্যে মার-টিন গিউরের চারি ভগিনীই প্রধানা; তাঁহারা অতি মান্যা ও বুদ্ধিমতী বলিয়া বিখ্যাত এবং মারটিন গিউরের সহিত একত্র

প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ঐ সহোদরাগণ ও মারটিন গিউরের শ্যালকদ্বয়, এবং অন্যান্য যাহারা মারটিন ও বারট্রাঁর বিবাহ কালীন উপস্থিত ছিল, সকলেই এ পর্য্যন্ত আপন আপন বাক্য রক্ষায় যত্নবান্ হইলেন। ফলতঃ সাক্ষিদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই একত্র হইয়া বলিল, যে মারটিন গিউরের নয়নোপরিস্থ ভ্রূতে দুইটি চিহ্ন সংলিপ্ত ছিল; তাঁহার বাম চক্ষু রক্তবর্ণ; এবং দক্ষিণ হস্তে তিনটা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে একটা আঁচিল ছিল; আর তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখ কিঞ্চিৎ বক্র। এই ব্যক্তিকে সেই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত দেখিতেছি; অতএব, ইনিই যথার্থ মারটিন গিউর, সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত কারণে তখন পার্লিমেণ্টের সভ্যেরা প্রতিবাদির স্বপক্ষে পূর্ব্ব বিচারকর্ত্তার নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তনে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে এক জন ভগ্নপদ আপনাকে মারটিন গিউর বলিয়া, কাষ্ঠনির্ম্মিত পদে ভর করিয়া তথায় উপস্থিত হওয়াতে, সমস্ত বিষয় স্পষ্ট ব্যক্ত হইল। তিনি বলিলেন, আমি স্পেন দেশহইতে আগমন করিতেছি, ও তথায় যুদ্ধোপলক্ষে এই পদ হারাইয়াছি। এই প্রতিবাদী আমার সহিত সৈন্যশ্রেণী মধ্যে একত্রে বাস করিত। পরে ক্রমে ক্রমে আমার সমস্ত গোপনীয় বিষয় অবগত হইয়া, এই প্রকার মারটিন্ গিউর নাম ধারণপূর্ব্বক এস্থানে আসিয়াছে।

অনন্তর, প্রতিবাদিকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, সে সমস্ত উপস্থিত খঞ্জকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি সেই

রূপ সকলই উত্তর করিলেন বটে, কিন্তু তাহা ছদ্মবেশি প্রতিবাদির ন্যায় তত পরিষ্কার, তত নিশ্চিত এবং তত সটীক হইল না। তৎপরে ঐ ব্যক্তি আর্ণাডের সমক্ষে আনীত হইলে, সে তাহাকে প্রতারক বলিয়া অত্যন্ত আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং কহিল, যে আমাকে নষ্ট করণাভিপ্রায়ে আমার জ্ঞাতিবর্গ এই ব্যক্তিকে মারটিন গিউর সাজাইয়াছে। ঐ প্রতিবাদী আপনাকে নির্দ্দোষী করিবার নিমিত্ত, সেই ব্যক্তিকে পরিবার সম্বন্ধীয় অনেকানেক বিষয়ের প্রশ্ন করিল; কিন্তু খঞ্জ মধ্যে মধ্যে বিহ্বল ভাবে সমুদায় উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। বিচারকর্ত্তারা আর্ণাডকে তথাহইতে অন্য স্থানে যাইতে আজ্ঞা দিয়া, নিভৃত স্থলে খঞ্জকে নানাবিধ প্রশ্ন করাতে, তিনি সম্যক্ রূপে স্বরূপ উত্তর প্রদান করিলেন। তৎপরে তাঁহারা আর্ণাডকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিয়া ঐ সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! উভয়েরই উত্তর সম্পূর্ণরূপে এক প্রকার হইল। তাহাতে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

অবশেষে, বিচারকর্ত্তারা এব্যাপার এবম্প্রকার অদ্ভুত গোলযোগহইতে উদ্ধৃত করণে স্থিরচিত্ত হইয়া আজ্ঞা করিলেন, যে এক্ষণে আরোপিত উভয় প্রতারকই উপস্থিত আছে। অতএব, মারটিন গিউরের চারি ভগিনী ও তাঁহাদিগের দুই জনের স্বামিদ্বয়, আর্ণাডের ভ্রাতৃগণ ও খুল্লতাত পিটর গিউর, এবং অপরাপর সাক্ষিগণ যাহারা অগ্রে প্রথম ব্যক্তিকেই নিশ্চয় মারটিন গিউর বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিল,

তাহারা এক্ষণে উপস্থিত হইয়া, ইহার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যথার্থ মারটিন গিউর তাহা সপ্রমাণ করুক। এই আজ্ঞায় আর্ণাডের ভ্রাতৃগণ ভিন্ন সকলেই বিচারালয়ে উপস্থিত হইল, ও তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রথমতঃ মারটিন গিউরকে নির্ণয় করণার্থ উভয় ব্যক্তির সমক্ষে গিয়া, কিঞ্চিৎ-কাল স্থিরচিত্তে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে খঞ্জের নিকটে দ্রুত গমন করিয়া বারিপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মহাশয়গণ! এই আমার ভ্রাতা মারটিন গিউর। অপর আর্ণাডের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশদ্বারা আপনার বিষয় ভ্রম স্বীকারপূর্ব্বক কহিলেন, এই দুষ্ট প্রতারকের, সকৌশল চাতুরী দ্বারা আমি এত কাল বঞ্চিত হইয়া উহাকে ভ্রাতা জ্ঞান করিয়াছিলাম। মারটিন তখন নিজ ভগিনীর সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে, তাঁহাকে অতি ভক্তি ভাবে বন্দনা করিলেন। তৎক্ষণাৎ অন্যান্য সকলে দৃষ্টিমাত্র তাঁহাকেই যথার্থ মারটিন গিউর বলিয়া চিনিতে পারিল; ও সাক্ষিগণ তাবতেই তাঁহাকে সত্য মারটিন গিউর, ও আর্ণাডকে প্রতারক স্বীকার করিল।

এইরূপে আর্ণাডের চাতুরী স্পষ্ট প্রকাশ পাওয়াতে, এমত আশ্চর্য্য প্রতারণার সমুচিত শাস্তি দিবার নিমিত্ত, তাহাকে মারটিন গিউরের বাটীর সম্মুখে ফাঁসি দিতে আজ্ঞা হইল। তখন সে মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এবম্প্রকার চাতুরীর জন্য যৎপরোনাস্তি আন্তরিক অনুশোচনা করিয়াছিল।

কৃতজ্ঞ সিংহীর বিষয়।

ডন্‌দিয়াগোডি মেন্‌ডোজা নামক রাজার রাজ্যশাসন সময়ে, পেরাগুয়া দেশস্থ বিউনস্‌ এরিস্‌ নামক নগরে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন উক্ত দেশস্থ স্পেনীয়লোকদিগের সহিত আমেরিকার আদিবাসি ইণ্ডিয়ান-দিগের বিশেষ শত্রুতা ছিল। পাছে সেই দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত প্রজাবর্গ ভীত হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলে শত্রু পক্ষ ইণ্ডিয়ানেরা তাহাদিগের প্রতি নানামতে অত্যাচার করত প্রাণ বিনাশে উদ্যত হয়। ইত্যাশঙ্কায় উক্ত রাজা স্বীয় প্রজা স্পেনীয়লোকদিগকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিলেন; এবং নগরের প্রত্যেক দ্বারে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের প্রতি এই রূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন, যে ব্যক্তি তাঁহার এই আজ্ঞা অবহেলা করিয়া বহির্গত হইতে উদ্যত হইবে, তোমরা তাহাকে গুলি করিয়া বধ করিও। মেল্‌দোনেটা নাম্নী এক নারী আপন চাতুরীবলে ও বুদ্ধিকৌশলে রক্ষকদিগের চক্ষু হইতে পলায়ন করিয়া, কিয়ৎকাল ঐ দেশের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে এক গর্ত্তের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্রই তথায় এক সিং-হীকে দেখিয়া ভীত হইলেন। কিন্তু ঐ জন্তুর স্নেহ মিশ্রিত ধীর ভাব দর্শনে তিনি শীঘ্রই নির্ভয় হইলেন। সে সময় ঐ সিংহী গর্ভযাতনা উত্তীর্ণ হইয়া সদ্যোজাত শাবক সহিত বাস করিতেছিল। সসত্ত্বাবস্থায় পশুজাতিরাও অন্যের সংসর্গ

অত্যন্ত বাসনা করে; সুতরাং উক্ত স্ত্রীলোকের আশ্রয় পাইয়া সেই সিংহী অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। ঐ কামিনী যে তাহার উপকারিণী, তাহাকে তাহা জ্ঞাত করিবার অভিপ্রায়ে সিংহী অনেক নিদর্শন প্রদর্শন করিতে লাগিল। সে প্রত্যহ আপন আহারান্বেষণে গমন করিলে মেল্‌দোনেটার নিমিত্তে কিঞ্চিৎ না লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত না। অনন্তর, শাবক সকল কালক্রমে বিলক্ষণ বলিষ্ঠ হইয়া, বহির্দ্দেশে গমনাগমন করিতে পারিলে, সিংহী তাহাদিগকে লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। তদবধি আর প্রত্যাবর্ত্তন করিল না।

কিয়দ্দিন গত হইলে স্পেনদেশীয় লোকেরা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনাপরাধিনী মেল্‌দোনেটাকে ধৃত করিয়া, বিউনস্ এরিস নগরে তথাকার সৈন্যাধ্যক্ষ ডন ফ্রান্‌সিস্ রুয়িজ ডি গেলনের নিকট লইয়া গেল। নির্দ্দয় গেলন ঐ দুর্ভগা অবলার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিয়া কতিপয় সৈন্যকে এই আদেশ করিলেন, যে এই দেশের মধ্যে কোন এক বৃক্ষে উহাকে বদ্ধ করিয়া রাখ; তবেই, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, অথবা বন্য জন্তুর করাল গ্রাসে পতিত হইয়া, সহজেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেক। অনন্তর, সৈন্যগণ সেইরূপ করিলে, তিনি দুই দিন পরে তাহার অবস্থা অবলোকনার্থ সেই সকল সেনাকে প্রেরণ করিলেন,। তাহারা তথায় উপনীত হইয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল, কেননা সেই নারী নির্ব্বিঘ্নে জীবিত রহিয়াছেন,—তাঁহার সম্মুখে এক সিংহী এবং কিঞ্চিৎ দূরে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়ানক বন্য জন্তু সকল চারিদিক্ পরিবেষ্টিত

হইয়া, তাঁহাকে নিরাপদে রক্ষা করিতেছে। ঐ সেনাগণ মেল্‌দোনেটার বন্ধন মোচন করিবে, এই ভাবিয়া সিংহী কিছু ব্যবধানে গেল। মেল্‌দোনেটা যে সিংহীকে গর্ত্তের ভিতর আশ্রয় দিয়াছিলেন, সেই সিংহী এই, বলিয়া পূর্ব্বাপর সমুদায় ব্যাপার সৈন্যদিগকে জ্ঞাত করিলেন। তাহাতে তাহারা চমৎকৃত হইয়া মেল্‌দোনেটার বন্ধন মুক্ত করণোদ্যত হইল, ঐ সিংহী তাঁহাকে পরিত্যাগ করণে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনার প্রণয় প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে ঐ সৈন্যগণ তাঁহাকে লইয়া গিয়া, সৈন্যাধ্যক্ষকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহাতে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া, সিংহীকর্ত্তৃক রক্ষিত ঐ রমণীকে ক্ষমা করিলেন।

দণ্ড নির্ম্মুক্ত এক অপরাধি ব্যক্তির সাধু হওনের বিষয়।

কোন দুর্দ্দান্ত দস্যুর প্রতি বধাজ্ঞা হইলে, তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানার্থ ফ্রান্‌স্ দেশীয় এক জন ধর্ম্মোপদেশক আহূত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে ভজনালয় মধ্যে এক নিভৃত স্থানে লইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি তাহাতে মনোযোগ না করাতে তিনি কহিলেন, বন্ধো কি আশ্চর্য্য! তুমি কি মনে করিতেছ না, যে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে তোমাকে ঈশ্বরের সমীপে যাইতে হইবেক। তোমার আর কি গুরুতর চিন্তা আছে, যে তদ্দ্বারা তোমার

মন আকৃষ্ট হইয়া এই ভয়ঙ্কর বিষয়ের ভাবনাহইতে বিরত হইতেছে। তাহাতে সে উত্তর করিল, প্রভো! আপনি যাহা কহিলেন যথার্থ বটে, কিন্তু আমি ইহাই নিশ্চয় ভাবিতেছি, যে আমার প্রাণরক্ষা করণে আপনকার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, তাহাতেই আমি সেই মহাচিন্তায় পরাঙ্মুখ রহিয়াছি। ইহাতে ধর্ম্মোপদেশক কহিলেন, ভাল আমি তোমাকে রক্ষা করিলাম। পরে কিঞ্চিৎ বিবেচনাপূর্ব্বক বলিলেন, কি, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করব? তাহা করিয়া কি আমি তোমার অধিক দুষ্প্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ হইয়া তোমাকে আরো পাপি করিব? সে কহিল, না প্রভো! কদাচ এমন হইবে না; আমি আপনাকে নিশ্চয় কহিতেছি, যে এই উপস্থিত সঙ্কটাবস্থা আমার ভবিষ্যৎ দুশ্চরিত্র নিবারণের উত্তম প্রহরী হইবে। কেননা, এই আসন্ন মৃত্যুহইতে যদি একবার আমি উদ্ধার প্রাপ্ত হইতে পারি, তবে কি আর কখনো এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে! ইহা শুনিয়া ঐ ধর্ম্মোপদেশক দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, নির্দ্দোষি লোকের ন্যায় তাহার প্রার্থনা সিদ্ধিকল্পে নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আলোক প্রবেশ করিবার নিমিত্ত ঐ ধর্ম্মশালার উপরিভাগে প্রায় ১৫ ফুট্ উর্দ্ধে একটা গবাক্ষ দ্বার ছিল। অপরাধি ব্যক্তি তাহা নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, প্রভো। আপনি কি নিমিত্তে এত উদ্বিগ্ন হইতেছেন, ঐ ধর্ম্মবেদীটি আনায়ন করিয়া, তদুপরি আপন চৌকী স্থাপনপূর্ব্বক আপনি সেই কাষ্ঠাসনের উপরে দণ্ডায়মান হউন, আমি আপনকার স্কন্ধে

আরোহণ করিয়া ঐ গবাক্ষের দ্বার দিয়া প্রস্থান করি; তাহা হইলেই আমাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। ধর্ম্মশালাধ্যক্ষ এই উপায়ে সম্মত হইয়া সেই রূপ করিলে, অপরাধি ব্যক্তি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বহির্গত হইল। দয়ালু ধর্ম্মোপদেশক তাহার বহির্গমনের চিহ্নাদি বিলুপ্ত করিয়া আপন আসনে স্থিরভাবে উপবেশন করিলেন। অনন্তর, কিয়ৎকাল পরে ঘাতুক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দ্বারে আঘাত পূর্ব্বক ধর্ম্মশালাধ্যক্ষকে দোষি ব্যক্তির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বিস্ময়াপন্নের ন্যায় হইয়া গভীর স্বরে উত্তর করিলেন, সে কি প্রকৃত বন্দী, না মনুষ্য, বোধ হয় কোন ঈশ্বরীয় দূত হইবেক। আমি ধর্ম্মশি-ক্ষক, যথার্থ কহিতেছি, সে ঐ গবাক্ষদ্বার দিয়া উড্ডীয়মান হইয়া বহির্গত হইয়াছে। তাহার পলায়নে ঘাতুকের ক্ষতি-বোধ হওয়াতে, সে ধর্ম্মশিক্ষকের বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া কহিল, অপনি কি আমাকে এমত নির্ব্বোধ জ্ঞান করিয়াছেন, যে আমি আপনকার কলকৌশলের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি না। ইহা কহিয়া বিচারকর্ত্তাদিগের নিকটে এই বিষয় গোচর করণার্থ তদ্দণ্ডেই গমন করিল। ইহাতে তাঁহারা ত্বরায় ধর্ম্মশা-লায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি গবাক্ষদ্বারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, সে ব্যক্তি ঐ পথদ্বারা উড্ডীয়মান হইয়া পলায়ন করিয়াছে। ঐ ব্যাপার দেখিয়া আমার তাহাকে নিতান্তই কোন স্বর্গীয় দূত জ্ঞান হইয়াছে। কেননা, যদি সে যথার্থ দোষী ব্যক্তি হইত, তবে আমি অবশ্যই তাহাকে এই স্থানে

বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতাম। বিচারকর্ত্তারা তাঁহার ধৈর্য্যশালী কাল্পনিক বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক ঐ স্বর্গীয় দূতের জয় প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

২০ বৎসর পরে ঐ ধর্ম্মশালাধ্যক্ষ কোন সময়ে ফ্রান্সরাজ্যের উত্তরপূর্ব্ব দিকে আরডিনিস নামক এক বন্য প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে দিবাবসান সময়ে পথভ্রান্ত হইলেন। এমন সময়ে কৃষকবেশধারী এক ব্যক্তি তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনি কোথায় গমন করিতেছেন, এই সকল পথ অত্যন্ত ভয়ানক, ইহাতে বিস্তর বিপদ্ সংঘটনের সম্ভাবনা; অতএব, আমার সমভিব্যাহারে কোন কৃষকভবনে আগমন করিলে, নিরাপদে যামিনী যাপন করিতে পারিবেন। ধর্ম্মশালাধ্যক্ষ এবম্ভূত নির্জ্জন স্থানে তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। কেননা যদি সে দুষ্টলোক হয়, তবে প্রাণ রক্ষা হওয়া দুষ্কর হইবে। অগত্যা তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে এক কৃষকভবন নয়নগোচর হওয়াতে তাঁহার সকল দুর্ভাবনা দূর হইল; এবং যখন তাঁহার পথপ্রদর্শক ঐ গৃহস্বামী আপন ভার্য্যাকে কহিল, প্রিয়তমে! এই অতিথির আহারের নিমিত্তে একটি হৃষ্টপুষ্ট কুক্কুট ও কতিপয় পালিত-পক্ষি রন্ধন কর, তখন তাঁহার সম্পূর্ণ নিরাপদ্ জ্ঞান হইল। পরে আহারের আয়োজন হইবার সময় ঐ কৃষক পুনরায় আপন আটটি সন্তান সমভিব্যাহারে আসিয়া তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,

পুত্রগণ! ঐ মহাত্মার নিকট গিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তিঁনি না থাকিলে, তোমরা কেহই এই ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিতে পারিতে না; এবং আমিও এত কাল পর্য্যন্ত এস্থানে অবস্থিতি করিতে পারিতাম না; কারণ ইনিই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কথা শ্রবণে ধর্ম্মশিক্ষক তাহার মখের আকৃতি বিলক্ষণ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, যে তস্করকে তিনি কৌশলে মুক্ত করিয়াছিলেন, সে এই ব্যক্তি বটে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তখন গৃহস্থের সমস্ত পরিবার তৎক্ষণাৎ তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কোন কোন সামগ্রী দান করিতে লাগিল। পরে সকলে ঐ গৃহহইতে স্থানান্তরিত হইলে ধর্ম্মশিক্ষক কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন; ওহে! তোমার কি প্রকারে এমত উৎকৃষ্ট অবস্থা হইয়াছে? ইহাতে সে অঞ্জলিবদ্ধ করযুগলে বিনীত ভাবে কহিতে লগিল, প্রভো! আমি আপনকার নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা প্রতিপালন করাতেই আমার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে। আমি কারাগারহইতে পরিত্রাণ পাইবামাত্রেই দ্রুত গমনে একেবারে আমার এই জন্ম স্থানে আইলাম। পরে এই গৃহস্বামী আমাকে তাঁহার কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে, আমি আপন পরিশ্রম এবং সারল্যদ্বারা তাঁহার এমত প্রিয়পাত্র হইলাম, যে তিনি স্বীয় কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। সেই কন্যা ব্যতীত তাঁহার আর সন্তান ছিল না। আমি সৎপথাব-

লম্বন করাতে জগদীশ্বর আমার প্রতি এমত সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, যে আমি তাঁহার প্রসাদে এক্ষণে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। বিশেষতঃ ইহা আমার অত্যন্ত পরমাহ্লাদের বিষয় যে আমি আপনকার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পাইলাম। ধর্ম্মশালাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, আমি তোমার যে উপকার করিয়াছি, তুমি নির্ব্বিঘে সুখে কাল যাপন করাতেই আমি তাহার বিস্তর মূল্য পাইলাম। অতএব, আমাকে পুনরায় আর কোন দান লইবার কথা কহিও না। পরিশেষে ঐ কৃষকের অনুরোধে তিনি সেই স্থানে কিয়দ্দিন বাস করিলেন। পরে বাটী যাইবার নিমিত্তে কৃষক তাঁহাকে একটি সুরঙ্গ তুরঙ্গ দান করিল ;, এবং যদবধি তিনি ভয়ানক দস্যুভয়সঙ্কুল দুর্গম বর্ত্ম অতিক্রান্ত না হইতে পারিলেন, তদবধি সে তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল।

সন্নিনি এবং তাঁহার বিড়াল।

এম্ সন্নিনি যখন মিসর দেশে অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহার একটি এঙ্গরা দেশীয় বিড়াল ছিল। তিনি উহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। উহার সমুদায় শরীর দীর্ঘ কোমল লোমে আচ্ছাদিত, ও পক্ষির ন্যায় সুশোভিত একটি পুচ্ছ ছিল ; এবং সে যখন উহা শরীরের উপরে তুলিত, তখন অত্যন্ত শোভা পাইত। উহার ধবল লোমময় শরীরাবরণে কোন দাগ বা মলিন বর্ণ ছিল না। উহার নাসিকা এবং

ওষ্ঠের বর্ণ প্রফুল্ল গোলাব পুষ্পের ন্যায়; এবং উহার বক্তুর্শ বদনে অতি রমণীয় দুইটি লোচন শোভা পাইত, তন্মধ্যে একটি ঈষৎ হরিদ্রাক্ত, অপরটি উজ্জ্বল নীলবর্ণে সুশোভিত ছিল।

এই সুন্দর বিড়ালের মূর্ত্তির মাধুরী অপেক্ষাও প্রকৃতি অত্যন্ত মনোহর ও সুখকর ছিল। উহার প্রতি কেহ দুরাচরণ করিলেও সে কদাচ তাহার নখ বাহির করিত না; বরং তাঁহার শরীরে হস্ত বুলাইয়া স্নেহ করিলে সে ঐ হস্ত চাটিত। সম্নিনি যখন একাকী অবস্থিতি করিতেন, তখন সে সর্ব্বদা তাঁহার সন্নিহিত থাকিত। সে তাঁহার শরীর স্পর্শ করিয়া স্নেহ প্রকাশ করিলে, সর্ব্বদাই তাঁহার পরিশ্রম এবং চিন্তার লাঘব জন্মিত; এবং তাঁহার ইতস্তত ভ্রমণ কালীন সে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিত। তিনি অন্যত্র থাকিলে সে অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে ডাকিয়া ডাকিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার অন্বেষণ করিত। এবং তাঁহার স্বর অধিক দূর হইতে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক পরমাহ্লাদ প্রকাশ করিত।

সম্নিনি কহিয়াছেন, যে এই বিড়াল অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আমার পরম প্রিয় আমোদের পাত্র ছিল। উহার স্নেহের স্বভাব উহার মুখের ভঙ্গিতেই সর্ব্বদাই কেমন দেদীপ্যমান হইত। কতবার উহার অকৃত্রিম স্নেহ আমার সমস্ত বিপদ্ বিস্মৃত করাইয়া দুঃখ সান্ত্বনা করিয়াছিল। আহা! কিয়ৎকাল হইল আমার এই মনোরঞ্জন সহচর কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। সে অনেক দিবস পীড়িত ছিল তথাচ

স্বীয় পরম রমণীয় নেত্রদ্বয় অনবরতই আমার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া থাকিত, এবং আমিও পূর্ব্ববৎ তাহাকে সমান স্নেহ করিতাম। পরে তাহার প্রাণবায়ু কলেবর পরিত্যাগ করিলেই তাহার নয়নযুগল নিমীলিত হইল অতএব তাহার শোকে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইতেছে।

অর্ণবপোত মগ্নীভূত অস্থিচর্ম্মসার ব্যক্তির কথা।

এমেথিস্ট নামক রণতরীর অধ্যক্ষ স্যার মাইকেল সিমোর সাহেব বিস্কে নামক অখাতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে দেখিলেন, কোন বণিকের এক ভগ্ন অর্ণবপোত ভাসিয়া যাইতেছে। তখন তাহার পাড়ুন অত্যল্প মাত্র জলের উপরিভাগে ভাসিতেছিল, এবং তাহার নিম্ন মাস্তুলটি মাত্র অবশিষ্ট ছিল। অর্ণবপোতের কোন ব্যক্তিকেই তদুপরি দেখিতে পাওয়া গেল না; কিন্তু বোধ হইল, যেন তাহাতে কতকগুলিন জীবিত নাবিক পুরাতন ত্রিপল ও কেম্বিস নির্ম্মিত একটা পশু রাখিবার গৃহ মধ্যে আশ্রয় লইয়া রহিয়াছে। এমন সময়ে অত্যন্ত প্রবল বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে, স্যার মাইকেল সাহেব দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাতে কোন জীবিত লোক আছে কি না, ইহা জানিবার জন্য তথায় এক খানি নৌকা প্রেরণ করিলেন। নাবিকেরা ঐ ভগ্ন অর্ণবপোতের নিকট যাইতে যাইতে একটা স্রোতহইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত নিরতিশয়

কষ্টে সাধ্যমত চীৎকার করিতেছিল, ইতোমধ্যে কতক গুলিন বস্ত্রজড়িত কোন দ্রব্য ঐ পশু রাখিবার গৃহহইতে বহির্গত হইতে দেখিয়া, আকর্ষী দ্বারা তাহা আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পরে ক্রমে তাহা নৌকামধ্যে উত্তোলন করিয়া দেখিল, যে উহার মধ্যে এক মানুষ, মস্তক এবং জানু একত্রিত করিয়া রহিয়াছে। ঐ ব্যক্তি এমত শীর্ণ হইয়াছিল, যে সেই বস্ত্রের মধ্যে মানুষ আছে, প্রথমতঃ এমত বোধই হয় নাই। পরে নাবিকেরা ঐ মুমূর্ষু মনুষ্যকে আপনাদিগের জাহাজে লইয়া গেল। সে ব্যক্তি পরিমাণে এমত লঘু হইয়াছিল, যে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক এক বালক অনায়াসে হস্তদ্বারা তাহাকে জাহাজের উপরে উত্তোলন করিল। জাহাজের পাড়নের উপর তাহাকে রাখিলে সে যে জীবিত আছে, সে তখন এমত নিদর্শন প্রদর্শন করিতে লাগিল। তৎপরে নড়িতে চেষ্টা করিয়া অবশেষে অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল, "সেখানে আর এক ব্যক্তি আছে।" স্যর মাইকেল সাহেব এই বাক্য শ্রবণ মাত্র ভগ্ন জাহাজস্থ সেই লোকের অনুসন্ধান করণার্থে কতিপয় নাবিককে পুনর্ব্বার নৌকা লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। সমুদ্র তখন পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থির হওয়াতে তাহারা অনায়াসেই সেই ভগ্ন জাহাজের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিল; এবং ঐ পশু রাখিবার গৃহের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, যে সেই ব্যক্তির ন্যায় আর দুই জন তথায় মৃত হইয়া পতিত আছে। এক জনের হস্ত এক জলপূর্ণ টীন পাত্রের উপরে ছিল।

ইহাতে এমত বোধ হইল, যেন ঐ ব্যক্তি জলপানোদ্যত হইয়াছিল। অপর ব্যক্তির দুর্ব্বল কর, আক্রোট ফলের আকৃতির ন্যায় এক খণ্ড মাংসের নিকটে এরূপ ভাবে সংস্থিত আছে, যেন সে তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ দুর্ভাগ্য ব্যক্তিদ্বয়ের এমত শক্তি হয় নাই, যে তাহা হস্তদ্বারা উত্তোলন করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে। নাবিকেরা ঐ সকল দুঃখজনক ঘটনা অবলোকন করিয়া জাহাজে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিল, যে জাহাজস্থ নাবিকেরা ঐ প্রথম প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাঁচাইতে চেষ্টা করি-তেছে, কিন্তু উক্ত ব্যক্তির কেবল এই মাত্রই বলিতে ক্ষমতা হইয়াছিল, "আমার আর এক জন দুঃখের সঙ্গী আছে, তাহার প্রাণরক্ষা করিতে হইবেক।"

অনন্তর কাপ্তেন সাহেব ঐ ব্যক্তিকে এক চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তিনি স্বীয় কারুণ্যস্বভাব ও নৈপুণ্যদ্বারা ঐ মৃতকল্প ব্যক্তিকে সাধ্যানুসারে পূনর্জ্জীবিত করণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি অহর্নিশ তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাহার নিকটে অবস্থিতি করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ তাহাকে আহার প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে আর তিন সপ্তাহের পর ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যক্তি সবল হইয়া জাহাজের উপর পদ বিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইল। পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক বালক যাহাকে অনায়াসে উত্তোলন করিয়াছিল পরে সেই ব্যক্তিই ক্রমশঃ ছয় ফুট দীর্ঘ এক মহাবলবান্ পুরুষ হইয়া উঠিল। ইহাতে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

মহাত্মা ফ্রেডরিক রাজার সাধুতার বিষয়।

একদা মহারাজ ফ্রেডরিক আপনার এক সৈন্যাধ্যক্ষকে বিষণ্ণমনা ও চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে সর্ব্বদাই বিষাদিত দেখিয়া থাকি, ইহার কারণ কি, প্রকাশ করিয়া কহ, বন্ধুর নিকট কিছুই অবক্তব্য নাই। ইহা কহিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করণের অবকাশ কাল না দিয়াই পুনর্ব্বার কহিলেন অহে সেনাপতে! আমি অবগত আছি, যে তুমি দুই সহস্র ক্রৌণ মুদ্রার নিমিত্ত ঋণী আছ; সেই জন্যই বা এই রূপ বিষণ্ণমনা থাক। সৈন্যাধ্যক্ষ নতশির হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হাঁ মহারাজ! তাহাই বটে। তাহাতে রাজা অবিলম্বে নিকটস্থ এক দ্রাজহইতে কতিপয় স্বর্ণ মুদ্রা সম্বলিত এক থলিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি ইহা লইয়া ঋণদায়হইতে মুক্ত হও। পরে অপর এক মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াও দিলেন।

একদা এক জন সৈন্যের অতি শীর্ণ হীন বৃদ্ধা বিধবা স্ত্রী, তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করাতে তিনি কহিলেন, তোমার দীনতা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তুমি কি নিমিত্ত এবিষয় অগ্রে আমার কর্ণগোচর কর নাই? এক্ষণে বৃত্তিপ্রাপ্তির পদশূন্য নাই, তথাপি তোমার উপকার করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। কেননা তোমার ভর্ত্তা সংগ্রামে অতি সাহসী ছিলেন, তাঁহার লোকান্তর গমনে আমি অতিশয় দুঃখিত আছি। অতএব, আমি

অদ্যাবধি এই স্থির করিলাম, যে আমার প্রাত্যহিক আহারীয় সামগ্রীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মূল্য কর্ত্তন করিব, তদ্দ্বারা তিন-শত পঞ্চাশ ক্রৌণ মুদ্রা উদ্বর্ত্ত হইবেক, তাহা আগামি মাসের প্রথম দিবসাবধি যে পর্য্যন্ত বৃত্তিপ্রাপ্তির পদশূন্য না হয়, তাবৎ তোমাকে প্রতি মাসে দেওয়া যাইবেক ; এবং অঙ্গীকার করিতেছি, যে বৃত্তি প্রাপ্তির পদশূন্য হইলেই প্রথমে তুমি পাইবে।

এক ব্যক্তি রাজা ফ্রেডরিককে কোন পদের প্রার্থনায় আবেদন করিয়াছিল, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হওয়াতে সে ঐ রাজাকে কিছু কাল গৌণে এই পত্র লিখিল, "মহারাজ! আমি শুনিয়াছি যে আপনি আমাকে প্রার্থিত কর্ম্ম দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। এ কথা আমার প্রত্যয় হয় না, কারণ আপনি আমার নিকটে এবিষয়ে ঋণী আছেন, এবং আমি বিশেষ অবগত আছি, যে ন্যায়সম্মত কার্য্য করাই আপনকার বাঞ্ছনীয়, অতএব, ত্বরায় স্বকীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া লোক-নিন্দা হইতে মুক্ত হউন"। রাজা এই প্রকার সাহঙ্কার পত্র পাঠে চমৎকৃত হইয়া তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে! এই রূপ উক্তিতে পত্র লিখিতে তোমার কি ক্ষমতা ও অধিকার আছে? ইহাতে ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল, মহারাজ! আমার অন্নাচ্ছাদন অভাবে প্রাণ ধারণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে, অতএব, আমার জীবিকা নির্ব্বাহের অভিলাষই সকল ক্ষমতা ও অধিকার জানিবেন, ইহার পর আর কি আছে? ইহা শ্রবণে রাজা নিরুত্তর হইয়া প্রার্থিত কর্ম্ম তাহাকে প্রদান করিলেন।

সিলিসিয়া দেশের সৈন্য পরীক্ষা কালীন, রাজা ফ্রেডরিক্ কোন ধর্ম্মোপদেশকের ভবনে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। কিন্তু তিনি কখনও সেই বাটীর কর্ত্তাকে দেখিতে পান নাই। পরে এক দিন তাঁহার চিত্তের প্রফুল্লাবস্থায় তিনি ধর্ম্মোপদেশককে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্ম্মোপদেশক! আপনি ভাল আছেন তো। তাহাতে তিনি কহিলেন, মহারাজ! আমি অত্যন্ত অকুশলে কাল যাপন করিতেছি। রাজা কহিলেন, কি করিবে, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, তুমি ধর্ম্মোপদেশক, পরকালে তোমার অবশ্য সদ্গতি হইবেক। ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, মহারাজ! তাহাও সন্দেহকল্প, বরং অনেক অমঙ্গল সংঘটনের সম্ভাবনা। নৃপতি কহিলেন, কেন? ধর্ম্মোপদেশক উত্তর করিলেন, মহারাজ! ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত কহিতে পারি, যদ্যপি আপনি অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণক্লেশ স্বীকার করেন। পরে তিনি রাজার অনুমতি পাইয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে রাজন্! আমার তিন পুত্র ও দুইটি কন্যাসন্তান আছে, কিন্তু আমার বৃত্তি অত্যল্প। সন্তানদিগের কিঞ্চিৎ বুদ্ধিনৈপুণ্য দেখিয়া, তাহাদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদানার্থ প্রথমতঃ সামান্য পাঠশালায়, পরে ইউনিবর্সিটিতে প্রেরণ করাতে, সমুদায় অর্থ সামর্থ্য ব্যয় হইয়া অবশেষে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। পুত্রেরা কিঞ্চিৎ ব্যুৎপন্ন হইয়া পাঠোত্তীর্ণ হইয়াছেন বটে, কিন্তু কোন বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত না হওয়াতে, তাঁহারাও পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে অশক্ত; সুতরাং ক্রমে ক্রমে আমার বৃত্তি

ভূমির কর বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাসই হইতেছে। আমিও অতি বৃদ্ধ হইয়া কর্ম্মাক্ষম হইয়াছি, একারণ ঋণ পরিশোধের কোন উপায় দেখি না। মহারাজ! যদি আমি এই ঋণজালে জড়িত হইয়া কালের করাল কবলের অন্তর্গত হই, তবে পরলোকে অবশ্যই সাতিশয় ক্লেশ পাইতে হইবেক। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় বটে; অতএব আমি অবশ্য তোমার দুঃখ বিমোচন করিব। ইহা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঋণ কত? তিনি উত্তর করিলেন, প্রায় অষ্ট সত (ক্রৌণ) মুদ্রা হইবেক। ভূপতি কহিলেন, ভাল! আমি তাহাই তোমাকে দিব। আর যদি এমত সপ্রমাণ হয়, যে তোমার সন্তানেরা বিশিষ্টরূপে সুশিক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইলে আমি যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া, তোমার আয় বৃদ্ধি করিয়া দিব। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কন্যারা কোথায় থাকেন? ধর্ম্মোপদেশক কহিলেন, মহারাজ! আপনি যখন দলবল সহিত এস্থানে আগমন করেন, তখন আমি তাহাদিগকে নগরে প্রেরণ করিয়া থাকি। রাজা কহিলেন, হাঁ, ইহা সুযুক্তি বটে। যাহা হউক, তাহাদিগকে কল্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কহিও। রাজা পর দিন প্রদেশস্থ ধর্ম্মোপদেশকের কন্যাদিগের বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু কন্যারা তথায় উপনীত হইয়া রাজকর্ম্মচারিদিগকে কহিল, মহারাজ আমাদিগকে অদ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কহিয়াছেন, এই কথা কহিয়া তাহারা রাজসন্নিধানে গমন

করিল। রাজা তাহাদিগের সহিত অনেকক্ষণ বাক্যালাপ করিয়া; এক জন পরিচ্ছদ বিক্রেতাকে আনাইয়া তাহাদিগকে পরিচ্ছদাদি নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিয়া দিলেন, ও উভয়কে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মদ্রা প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। পরে সন্তানদিগকে প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত করিলেন; ও সৎকুলোদ্ভব পাত্রদ্বয় আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত ঐ কন্যা দ্বয়ের বিবাহ দিলেন। রাজা ধর্ম্মোপদেশককে এইরূপে ঐহিক ও পারত্রিক সুখভাজন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন।

এই নৃপতির এক জন বৃদ্ধ ভৃত্য সর্ব্বদা মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া রাজসদনে আগমন করিত। তাহাতে রাজা তাহার কর্ম্মাক্ষমাবস্থা জানিয়া "শয়ন করিতে যাও" বলিয়া ছলে তাহাকে এক পার্শ্ববর্ত্তি দ্বারদিয়া বিদায় করিয়া দিতেন। রাজা তাহাকে অন্যান্য দাসের তিরস্কার এবং গৃহহইতে বহিস্কৃত করণজন্য লজ্জাহইতে মুক্ত করিবার আশয়েই এই রূপ কৌশল প্রকাশ করিতেন। অপর এই ব্যাপার গুপ্ত রাখিবার জন্য, তিনি তখন নিজ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত অন্য ভৃত্যাদিগেকেও ডাকিতেন না।

এক দরিদ্র সৈন্য, সপ্ত বৎসরীয় প্রসিদ্ধ যুদ্ধস্থলে সাহসী যোদ্ধা রূপে গণ্য হওয়াতে রাজসভায় এক বৃত্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত আবেদন করিল, তাহাতে রাজা এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন, যে এক্ষণে কোন পদশূন্য নাই, সুতরাং তোমার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিব না, অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর। কিন্তু ঐ সৈন্য ধৈর্য্যাবলম্বন না করিয়া তাঁহাকে

দর্শন মাত্রেই বৃত্তির নিমিত্তে পুনঃপুনঃ বিরক্ত করিত। তাহাতে রাজা আর সহিষ্ণুতা করিতে অপারগ হইয়া প্রহরি-দিগকে অনুমতি করিলেন, যে ইহাকে আর আমার সম্মুখে আসিতে দিও না। অনন্তর, কিয়ৎকাল মধ্যে রাজার বিপক্ষে এক গ্লানিসূচক প্রস্তাব প্রকাশ হইল। তাহাতে মহারাজ ফ্রেডরিক এই রূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন, যে ব্যক্তি এই বিদ্রূপপূর্ণ প্রস্তাবলেখককে প্রকাশ করিয়া দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে পঞ্চাশৎ লুইডোর মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। পরদিবস ঐ সৈন্য রাজভবনে আগমন করিলে, দ্বাররক্ষকেরা তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। ইহাতে সে বলিল, মহারাজের সহিত আমার বিশেষ কথা আছে; সুতরাং দ্বাররক্ষকেরা রাজসন্নিধানে তাহার আগমনের বার্ত্তা পাঠাইল। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে আসিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু সে রাজসমক্ষে আসিবামাত্রই রাজা কহিলেন, তোমাকে কি আমি বলি নাই, যে সম্প্রতি আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারিব না? তাহাতে সে উত্তর করিল, মহারাজ! আপনকার নিকট আমি কিছু যাচ্ঞা করিতে আসি নাই। মহারাজ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই গ্লানিসূচক প্রস্তাব লেখকের অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আপনি তাহাকে পারি-তোষিক স্বরূপ পঞ্চাশৎ লুইডোর মুদ্রা দিবেন। আমিই সেই লোক, সুতরাং আমিই দণ্ডার্হ বটি, অতএব আমাকেই যথাযোগ্য দণ্ড প্রদান করুন। কিন্তু আমাকে শাস্তি দিবার

পূর্ব্বে আপনি আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট স্বীকৃত পারিতোষিক পঞ্চাশৎ লুইডোর মুদ্রা প্রেরণ করুন; তদ্দ্বারা সে স্বীয় ক্ষুধার্ত্ত অপত্যদিগের নিমিত্ত আহারীয় দ্রব্য আহরণ করিবেক। রাজা এই সমস্ত কথায় কপট ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, তোমাকে বর্লিন নগরস্থ এস্পাণ্ডাউ নামক দুর্গ, যথায় রাজবিদ্রোহিগণ কারাবদ্ধ থাকে, তথায় যাইতে হইবেক। ইহাতে সৈন্য বলিল, মহারাজের নিযোজিত শাস্তি সকল আমি স্বীকার করিলাম, কিন্তু অগ্রে পারিতোষিকের টাকা আমার স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিতে আজ্ঞা হউক। রাজা কহিলেন, ভাল, তোমার পরিবারেরা এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহা পাইবে, তুমি কিয়ংক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাক। তদনন্তর, রাজা এক খানি লিপি লিখিয়া তাহার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, এই পত্র এস্পাণ্ডাউ দুর্গের অধিপতিকে দাও; কিন্তু তিনি যেন ভোজন করিবার পূর্ব্বে ইহা না খুলেন। ইহা কহিয়া তাহাকে সেই দুর্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। সৈন্য তথায় উত্তীর্ণ হইয়া মহারাজের আজ্ঞা জ্ঞাপনপূর্ব্বক সেই পত্রখানি দুর্গাধিপতিকে প্রদান করিল। পরে উভয়েই একত্র ভোজন করিতে গেল; কিন্তু ঐ সৈন্য সাতিশয় উৎকণ্ঠিতচিত্ত ও সন্দিগ্ধমনা হইয়া কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিল, না জানি, আহারের পর আমার কি গতি হইবে! অনন্তর, আহারান্তে দুর্গাধিপতি পত্র খুলিয়া এইরূপ মর্ম্ম পাঠ করিলেন। "পত্রবাহক এস্পাণ্ডাউ দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্ত্রাদি সকল অল্পক্ষণের

মধ্যেই পঞ্চাশৎ লুইডোর মুদ্রাসহ তাঁহার সহিত একত্র হইবে। আর এম্পাণ্ডাউ দুর্গের পূর্ব্বাবধিপতি পটসডম নগরে গমন করিবেন, তথায় তাঁহার নিমিত্ত, অধিক উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পদ স্থির হইয়াছে।” আহা! তখন এই বার্ত্তা উভ-য়ের পক্ষে কেমন আনন্দপূর্ণ আশ্চর্য্যের বিষয় হইল। অত-এব বিবেচনা করিয়া দেখুন, ফ্রেডরিক রাজা কত বড় মহাত্মা পুরুষ ছিলেন। ইহাতে কাহার অন্তঃকরণ মহানুভাবকতার বশীভূত হইয়া তদনুগামী হইতে অভিলাষী না হয়।

প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ।